হাঁটি হাঁটি পা পা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের
ওরিয়েন্টশন ক্লাসের

শুভ উদ্বোধন
ও
নবীন বরণ
অনুষ্ঠান

জামালপুর মেডিকেল কলেজ
জা মা ল পু র

CamScanner

জামালপুর মেডিকে[illegible] ...বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শুভ[illegible] ...নবীন বরণ অনুষ্ঠান

...জানুয়ারি ২০১৭
...বার সকাল ১০.০০টা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল
অধ্যক্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ।

সম্পাদক :

ডাঃ মোঃ সাঈফুল আমীন
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ
জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ।

সহকারী সম্পাদক :

মোঃ হাবিবুল্লাহ্
৩য় বর্ষ এমবিবিএস
জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ।

সম্পাদনা সহযোগী :

খালেদ মাহমুদ
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

সাদেক হোসেন আকন্দ
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

নিয়ামুল ইসলাম রিফাত
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

নাজমুর রহমান রাসেল
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

তানজিম মাহমুদ
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

নুরেশ মাকছুদ নিশাত
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

মোঃ মাহমুদুন্নবী সুমন
২য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

শরীফা আক্তার
২য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

তাসলিমা আক্তার লুনা
২য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

বর্ণ বিন্যাস :

মোঃ রিয়াদ মাহমুদ
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

রাকিবুল হাসান
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

ফারহানা বিনতে কামরুল
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

মোঃ ইবতিজা হক ওসমানী
২য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

গ্রাফিক্স :

মোঃ কামরুল হাসান নাহিদ
ডিজাইনার, ইস্পাহানী ডিজিটাল প্রিন্টার্স

সেলিম বাবু
৩য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

মোঃ তুষার আহমেদ
২য় বর্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

মুদ্রণ

ইস্পাহানী ডিজিটাল প্রিন্টার্স
পর্ণা প্লাজা, জামালপুর । ০১৭১২-৭২০৭৮০

CamScanner

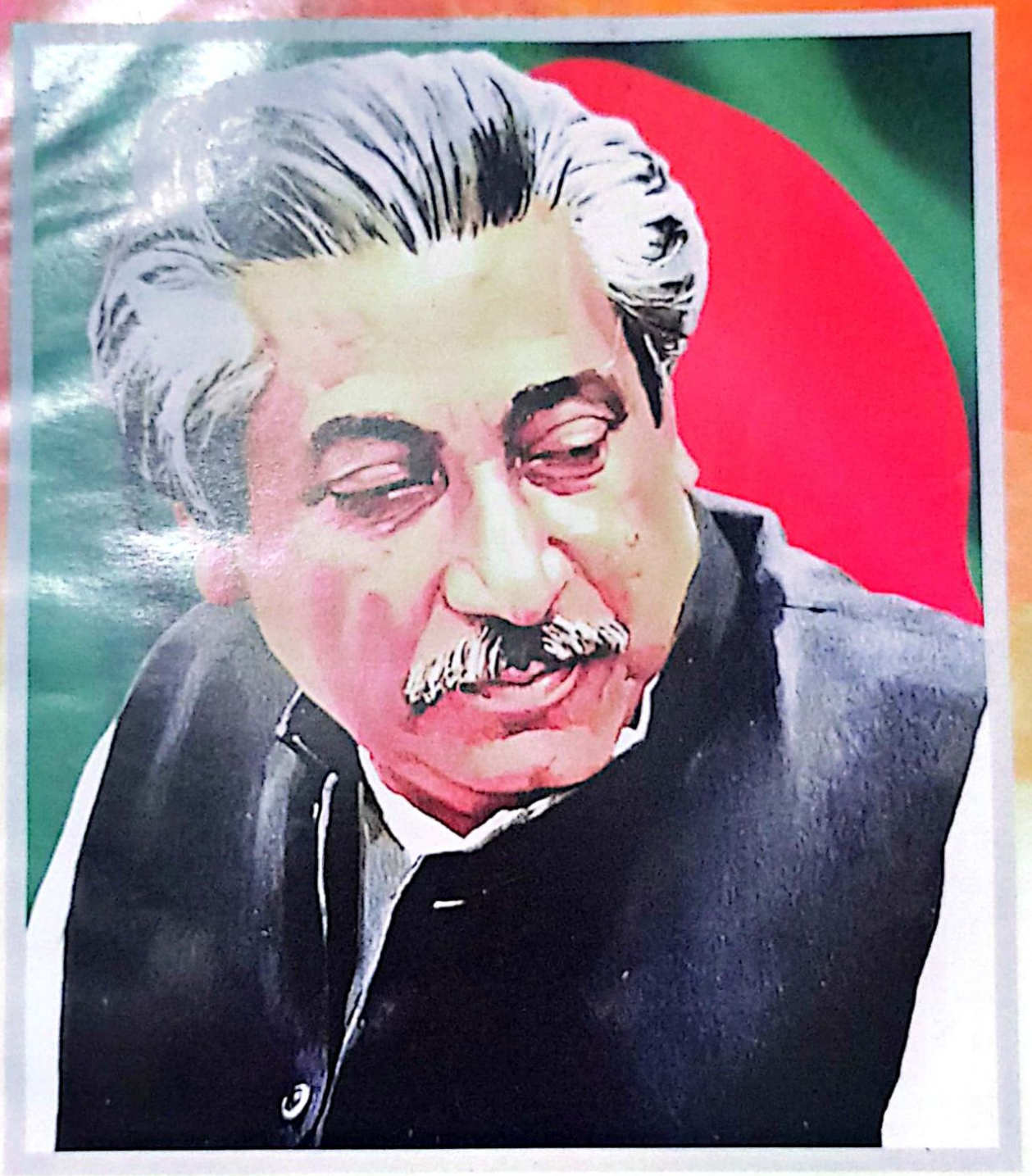

তুমি এসেছিলে তাই-
মুক্ত আকাশে লাল-সবুজের পতাকা উড়াই
মাথা উঁচু করে চলি,
বিশ্বসভায় মাতৃভাষায় কথা বলি।

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান

১০ জানুয়ারি ২০১৭
মঙ্গলবার সকাল ১০.০০টা

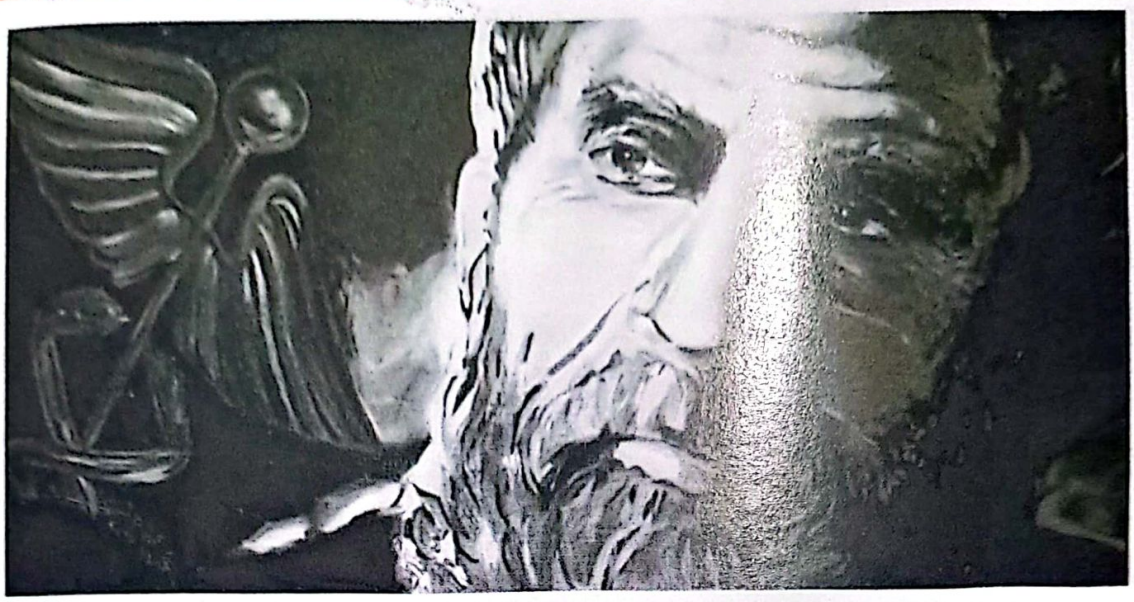

The Declaration of Geneva, as currently published by the WMA reads:

At the time of being admitted as a member of the medical profession:

- I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity;
- I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due;
- I will practice my profession with conscience and dignity;
- The health of my patient will be my first consideration;
- I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
- I will maintain by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;
- My colleagues will be my sisters and brothers;
- I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;
- I will maintain the utmost respect for human life;
- I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;
- I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006

CamScanner

মির্জা আজম, এম পি
প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঐতিহাসিক ... /২০১৭ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর ... জের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে ... আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে "হাঁটি হাঁটি পা পা" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে ... সৃষ্টিশীল ও যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ।

বাঙালী জাতির ... কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে আজ আমরা পৌঁছে গেছি। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের স্বাস্থ্যখাত। তাঁরই কণ্যার হাত ধরে বাংলাদেশ সরকার জনগণের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নানামাত্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। মানুষ আজ আর ডায়রিয়া, কলেরা রোগে নির্বংশ হয় না। দেশের প্রতিটি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আজ উন্নত। সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

স্থাপিত হয়েছে ৩টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৪২টি নতুন মেডিকেল কলেজ ১৯টি ডেন্টাল কলেজ, ৩৭টি নার্সিং কলেজ, ২২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৭১টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং ৫৮টি হেল্থ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রগতি আজ বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত। বাংলাদেশে মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নবজাতক, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পুষ্টিহীনতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে।

৩৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে একসাথে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত মাসে প্রায় দশ হাজার নার্স সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার নজির শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই নেই।

আমি প্রত্যাশা করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্বাস্থ্য সেবায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অত্র মেডিকেল কলেজকে একটি সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আমি সকলের আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করি।

"হাঁটি হাঁটি পা পা" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের আগমণকে স্বাগতম এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মির্জা আজম, এম পি

CamScanner

বাণী

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা) এমপি

সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৭ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে "হাঁটি হাঁটি পা পা" নামক স্মরণিকা প্রকাশের পদক্ষেপ আমাকে আরো আনন্দিত করেছে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় ন্যূনতম খরচের চিকিৎসা সেবা পৌছ দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের মাধ্যমে সরকার ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের পথে হেটে চলেছে। সহস্র উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ ও ৫ অর্জনের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে সরকার। শিশু মৃত্যুহার ও মাতৃমৃত্যুহার আজ [illegible] লক্ষ্য এখন SDG অর্জন।

[illegible] বাস্তবায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়ে স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটালাইজেশন এর [illegible] সহজতর থেকে সহজতর করছে। যা বঙ্গবন্ধু কণ্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনার [illegible]। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্ভাবন কমিউনিটি [illegible] পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, [illegible] বিস্ময়।

[illegible] আশা রাখবে জামালপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে জাতির পিতার আদর্শকে মনে ধারণ করে সততা, মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে। তারা বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থার রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলবে-এটাই আমার প্রত্যাশা।

"হাঁটি হাঁটি পা পা" স্মরণিকা একটি সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা)

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান

হাঁটি হাঁটি পা পা

১০ জানুয়ারি ২০১৭
মঙ্গলবার সকাল ১০.০০টা

বাণী

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল
সংসদ সদস্য,জামালপুর-০২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এটা জেনে যে, জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে হতে যাচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ "হাঁটি হাঁটি পা পা" স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরো আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ ডিজিটাল হওয়ার পথে। দেশের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যেখানে গত দশ বছর আগেও চিকিৎসা সেবা পেতে আমাদেরকে অন্য দেশের দ্বারস্থ হতে হতো, সেখানে সেসব চিকিৎসা আজ আমরা দেশেই পাচ্ছি। স্বাস্থ্য উন্নতিতে সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে [illegible] ২০০৯ সালে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪২টি করেছে। একই সালে বেড়েছে উপজেলা ও [illegible] পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। [illegible] বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল। বৃদ্ধি করা হচ্ছে আধুনিক সব পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ [illegible] হয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থারও ডিজিটাল করণের প্রক্রিয়া।

আমি [illegible] করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে ধারণ করে ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিশ্বের মানচিত্রে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হবে। সততা, অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ নাগরিক ও চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলবে।

"হাঁটি হাঁটি পা পা" স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন আর ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান (নব নির্বাচিত)
জেলা পরিষদ, জামালপুর।

জামালপর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি/২০১৭ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঐতিহাসিক এই দিনটিতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহীদ মা-বোন-ভাইকে যাদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছে।

জাতির জনকের হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃতি, বঙ্গবন্ধুর অবমূল্যায়ন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ভাবধারার বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে এবং আমরা [illegible] থেকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর এবং তাদের সহযোগী শক্তির [illegible] দেখেছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও [illegible] কারণে বহুমুখী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক [illegible] মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ [illegible] রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধু [illegible] মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সকল ক্ষেত্রে ক্রমশ প্র[illegible] আজকের বাংলাদেশকে এই পর্যায়ে নিয়ে [illegible]কল কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কন্যার স্বপ্ন ছিল। যা আজ [illegible] বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। যার প্রভাব আমরা স্বাস্থ্য খাতেও দেখছি। উপজেলা পর্যায়েও আজ [illegible] রোগের চিকিৎসা হচ্ছে। জামালপুর মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নব্য [illegible] এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে নিজেদেরকে আদর্শ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুল[illegible] স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটালাইজেশনের বিপ্লব ঘটাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নব প্রতিষ্ঠিত এই মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে আমার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

নবীন বরণ উপলক্ষে "হাঁটি হাঁটি পা পা" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর জন্য আমি জামালপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী

বাণী

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
জেলা প্রশাসক
জামালপুর।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র ছাত্রীদের ওরিয়েন্টশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরন অনুষ্ঠান ২০১৭ উপলক্ষে "হাঁটি হাঁটি পা পা" নামে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি জনগনের মৌলিক অধিকার। একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখ বর্তমান সরকার আপামর জনগনের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তম্মধ্যে জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহের উন্নয়ন ও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশ নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন, আর ও দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, নার্সদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে উন্নীতকরণ ইত্যাদি বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক চালুর মাধ্যমে জনগণের দোড় গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া টিকাদান কর্মসূচীর ব্যাপক বিস্তার এবং শিশু মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের মাধ্যমে এম ডি জি- র লক্ষমাত্রা অর্জন বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত।

আমি বিশ্বাস করি জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা আগামীতে দেশের যোগ্যতম ডাক্তার হয়ে গড়ে উঠবে এবং এ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে জাতির পিতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে এ দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখবে।

আমি "হাঁটি হাঁটি পা পা" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

বাণী

[illegible]
পুলি[illegible] (ভারপ্রাপ্ত)
জামালপুর।

মানুষের জীবন-মৃত্যু, হাসি-কান্নার নাটকীয় উপাখ্যান নিয়ে কর্মমুখর যে জরুরী পেশাগুলো চিহ্নিত- মেডিকেল ব্যবস্থা সেগুলোর অন্যতম। মানবিক সেবার হাত বাড়িয়ে দেয়া, কষ্ট ও যন্ত্রণা লাঘবে ২৪ ঘন্টা প্রয়াসী এই পেশাজীবীগণ। সময় অসময় নেই; আছে ব্যথাতুর মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের নিরন্তর প্রচেষ্টা। মানুষের ক্ষত-বিক্ষত বেদনার অনুভূতিগুলোকে জোড়া দিতে হয়- আপনার চেয়ে আপন করে। রোগক্লিষ্ট, ব্যথিত মুখগুলোতে হাসি ফুটাবার মানসে এই পেশাজীবীদের পথচলা। সফল হলে প্রশান্তি আসে সবদিক থেকে। বিফলে অন্যের গ্লানির চেয়ে নিজের বুকেও কম বাজে না ব্যথাটা।

শরীরি চৈতন্যে ভাটা পড়লে মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। মনো চৈতন্যে ভাটা পড়লে মানুষ অপরাধগ্রস্থ হয়। এই অনুপাতটা ব্যস্তানুপাতিক। প্রযুক্তি ও বিত্তের বিকাশ মানুষের জীবনকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি কর্মহীন শরীরে রোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে করেছে সংকুচিত। নানা জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত সমর্থন সেই সীমাবদ্ধতাকে জয় করেছে। বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, ডায়রিয়ার মত অভিশাপকে পরাজিত করা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি চিকিৎসগণেরই অবদান।

সেই সুচিকিৎসক গড়ার আরেকটি নতুন আঙ্গিনা জামালপুর মেডিকেল কলেজটি। বিশ্বাস করি প্রতিষ্ঠানটি আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো জন-বান্ধব ও পেশাগত দায়িত্বশীলতায় আরো অগ্রসর হবে। নবীন শিক্ষার্থীগণ তাদের মেধা, সৃজনশীলতার সাথে মানবিক গুণাবলী, লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটাবেন, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুঃখ-কষ্ট পীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন-সেই প্রত্যাশা করি।

এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও পরিচালনার সাথে জড়িত প্রত্যেক সুহৃদ, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

রওনক জাহান

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ডাঃ মোঃ মোশায়ের-উল-ইসলাম
সিভিল সার্জন
জামালপুর

জামালপুর মেডিকে[illegible] ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে [illegible]চিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, ব[illegible]জিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালসহ পরিবারের যাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগ[illegible]ছেন। গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতার উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ৩০ লক্ষ শহী[illegible]লক্ষ ৭০ হাজার নির্যাতিত মা ও বোনদের প্রতি যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা[illegible] অর্জন করতে পেরেছি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ, নতুন পদসৃষ্টি, দক্ষতা, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে চিকিৎসকদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান হয়। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য বান্ধব সরকার, যার ধারাবাহিকতায় ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় একই সাথে ৬ হাজার ডাক্তার ও ১০ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং নার্সদের ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং এমডিজি অর্জনসহ সামাজিক, মানবিক খাতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেনের ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ সূচক অর্জন করেছে। দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা, খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃতুর হার কমিয়ে আনা প্রভৃতি সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে থাকা, শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এই সব সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার জন্য।

আমি আশাকরি এই উদ্বোধনী ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আগামীতে চিকিৎসক হয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ব ও সততার সাথে চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। ভবিষ্যতে তোমাদের ব্যবহারের কারণে কোন রোগী যেন বিদেশ না যায় এবং দেশেও কোন ভোগান্তির শিকার না হয় এই কামনা করি। তোমাদের যে কোন মূল্যেই ঐক্যবদ্ধ থেকে মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে হবে। তা হলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতেৃত্বে দেশ সত্যিকারের বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিনত হবে।

আমি "হাঁটি হাঁটি পা পা" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ মোশায়ের-উল-ইসলাম

CamScanner

বাণী

ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন
পরিচালক
বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল

উন্নত চিকিৎসা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জামালপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আগামী ১০ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ "হাঁটি হাঁটি পা পা" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ২টি নতুন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড় হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ, নতুন পদসৃষ্টি, দক্ষতা, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান করেছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নতুন নতুন টিকা সংযোজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে, যার ফলে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি জামালপুর মেডিকেল কলেজ সুচিকিৎসক গড়ার একটি অন্যতম আঙ্গিনা হিসেবে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো একধাপ এগিয়ে নেবে এবং সার্বিকভাবে সফলতা ও সুখ্যাতির সাথে টিকে থাকবে অনন্তকাল। নবীন শিক্ষার্থীগণ তাদের মেধা, সৃজনশীলতার সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্মেলন ঘটাবে: বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুঃখ কষ্ট পীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে সেই প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে আমি "হাঁটি হাঁটি পা পা" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন

CamScanner

অধ্যক্ষের কথা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল
অধ্যক্ষ, জামালপুর মেডিকেল কলেজ
ও
প্রকল্প পরিচালক,
জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
স্থাপন প্রকল্প, জামালপুর।

মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ - আসসালামু আলাইকুম। যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, জামালপুর মেডিকেল কলেজে ৩য় ব্যাচে ভর্তিকৃত প্রাণপ্রিয় ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালী, জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ ৩০ লক্ষ শহীদ মা-বোন ও ভাইদের যাদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আধুনিক চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পরা জামালপুর বাসীর প্রাণের দাবী জামালপুরে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের সিংহ পুরুষ, যুব সমাজের অহংকার, এ এলাকার উন্নয়নের কারিগর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এম.পি, সাবেক সফল ভূমি মন্ত্রী জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা এম.পি এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সহ অন্যান্য যাদের অকান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় জামালপুর মেডিকেল কলেজ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তাঁদের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ ৩য় বর্ষে পদার্পন করছে জামালপুর মেডিকেল কলেজ। শিক্ষা উপকরনের অপর্যাপ্ততা, অস্থায়ী ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মত সুপরিসর স্থানের অভাব ইত্যাদি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একঝাঁক মেধাবী ও উদ্যোমি শিক্ষক মন্ডলী অক্লান্ত পরিশ্রম করে অত্র মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে অত্র মেডিকেল কলেজ থেকে ১ম প্রফেশনাল এমবিবিএস পরিক্ষায় অংশগ্রহণ কারী ১ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ১০০% কৃতকার্য হয়েছেন। যা মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে এক বিরল ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। সুদক্ষ এসব শিক্ষক মন্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় তাল মিলিয়ে জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি। তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে সদা অবিচল থাকবে এবং স্বাস্থ্যসেবায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে উচ্চ মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ও নবীনবরন অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে "হাঁটি হাঁটি পা পা" স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি নির্ভুল স্মরণিকা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি ও অসংগতিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আশা করছি।

মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের উদ্বোধন ও নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল

CamScanner

সম্পাদকের কথা

চিকিৎসা সেবার সুমহান ব্রত নিয়ে আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে এম.বি.বি.এস প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা দুর" দুর" বুকে পা রেখেছিলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত জামালপুর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে। পরবর্তীতে স্বপ্ন মদির আরো অনেক জোড়া চোখ যোগ দিয়েছে এই আলোর মিছিলে। কথায় বলে যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। নবীন এই শিক্ষার্থীরা শরীরের ব্যবচ্ছেদেই সিদ্ধহস্ত নয় শুধু বরং কোন কোন হাত ছুরি ফেলে তুলে নেয় লেখনীর কলম। আর তারই সফল প্রয়াস তৃতীয় বর্ষের নবীণ বরণ ও ওরিয়েন্টেশনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিতব্য এই স্মরণিকা "হাঁটি হাঁটি পা পা"।

অধ্যাপক ডাঃ এম এ ওয়াকিল স্যার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং প্রকল্প পরিচালক পদটিকে স্বীয় যোগ্যতা বলে দিয়েছেন এক ভিন্নমাত্রা। শিক্ষকতার অভিধাকে অতিক্রম করে যিনি ইতোমধ্যেই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে পিতৃতুল্য এবং যার সক্রিয় প্রয়াস ও সদিচ্ছা নিশ্চিত করেছে এই স্মরণিকাটির এক সফল জন্ম। স্যারকে ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের শিক্ষক মন্ডলীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ সালাম।

হৃদয়জাত ধন্যবাদ জানাই আধুনিক জামালপুরের অন্যতম রুপকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এম.পি মহোদয়কে যার আন্তরিক দাবী দাওয়ার সফল উদ্যোগ এই জামালপুর মেডিকেল কলেজ। প্রকাশিতব্য স্মরণিকাটিতে তার অমিয় বাণী আমাদের জন্য সুদূরের পাথেয় হয়ে থাকবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ধন্যবাদ জানাই সর্ব জনাব রেজাউল করিম হীরা এম.পি, ফরিদুল হক খান দুলাল এম.পি এবং জেলা পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ চৌধুরী মহোদয়কে তাঁদের সাবলীল ও নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য, যা কিনা এই সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে দিয়েছে পূর্ণতা।

স্মরণিকাটির সকল লিখাই জামালপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের নিজস্ব সৃষ্টি। লিখা ও ছাপার কাজে নির্ভুলতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও যদি ভূলভ্রান্তি- থেকে যায় তবে এর দায়ভার নিতান্তই আমার, আর কারো নয়।

পরিশেষে জামালপুর মেডিকেল কলেজের সকল ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে তারা তাঁদের মেধা, শ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা দিয়ে জয় করবে সকল বাধা ও বিঘ্নকে। একেকজন হয়ে উঠবে সত্য ও সুন্দরের একেকটি অনির্বাণ দীপশিখা। চেতনার গভীরে চির ভাস্বর করে রাখতে হবে মরমী সাধক জালালউদ্দীন রুমীর সেই অমীয় বাণী-

"আমি বিস্মিত হই বারবার বিস্মিত হই বারবার
কেনো একজন ডাক্তার হয় না অলি আল্লাহর?"

সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের মঙ্গল করুন।

ধন্যবাদান্তে-

(ডাঃ মুহাম্মদ সাঈফুল আমীন)
সম্পাদক
হাঁটি হাঁটি পা পা
জামালপুর মেডিকেল কলেজ
জামালপুর।

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল
অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান
ফিজিওলজী বিভাগ

অধ্যাপক ডা: উৎপল কুমার পাল
বিভাগীয় প্রধান
বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ

ডা: আনোয়ারা আক্তার খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: আঃ আলীম
সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
এনাটমী বিভাগ

ডা: মোঃ আব্দুল বাতেন
সি: কনসালটেন্ট (সার্জারী) ও
অনারারী শিক্ষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: এ.বি.এম মাকছুদুল হক
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ

ডা: সৈয়দা আঞ্জুমান নাসরিন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডা: মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
সহকারী অধ্যাপক
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডা: মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন
অনারারী শিক্ষক, ফরেনসিক মেডিসিন
ও সহকারী পরিচালক
২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল
জামালপুর

ডা: মোঃ ফেরদৌস হাসান
অনারারী শিক্ষক, ফরেনসিক মেডিসিন
ও আবাসিক চিকিৎসক
২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল
জামালপুর

ডা: মোঃ রাফিকুল বারী
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ

ডা: রায়হান রোতাপ খান
সহকারি অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

ডা: মোঃ ফসিউর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ

ডা: আবুল বাশার মোহাম্মদ আলম
সহকারী অধ্যাপক
নিউরোলজি বিভাগ

ডা: মোঃ গোলাম রব্বানী
সহকারী অধ্যাপক
নেফ্রোলজি বিভাগ

ডা: শেখ মোহাম্মদ আলী ইমাম
সহকারি অধ্যাপক
মানষিক রোগ বিভাগ

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের
শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

ডা: ফজলুল করিম
সহকারি অধ্যাপক
হৃদরোগ বিভাগ

ডা: শামছুর রহমান
সহকারি অধ্যাপক
রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ

ডা: সাইফুল্লাহ কবির
সহকারি অধ্যাপক
সার্জারী বিভাগ

ডা: সৈয়দ আলফে সানী
সহকারি অধ্যাপক
ইউরোলজী বিভাগ

ডা: মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান
সহকারি অধ্যাপক
ইউরোলজী বিভাগ

ডা: মোঃ জিন্নুর রাইন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চক্ষু বিভাগ

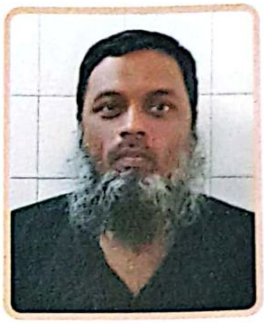

ডা: মাহমুদুল হুদা লাভলু
সহকারি অধ্যাপক
চক্ষু বিভাগ

ডা: কামরুন্নাহার
সহকারি অধ্যাপক
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ

ডা: শফিকুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ

ডা: মোঃ মোস্তাক হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ জাকির হোসেন
সহকারি অধ্যাপক
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ রফিকুস সিদ্দিক
সহকারি অধ্যাপক, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলো
ফেসিয়াল সার্জারী বিভাগ

ডা: আঃ করিম
সহকারি অধ্যাপক
ইএনটি বিভাগ

ডা: মাজহারুল আলম সিদ্দিক
সহকারি অধ্যাপক
ইএনটি বিভাগ

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের

শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

ডা: মুহাম্মদ সাইফুল আমীন
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: লুৎফুন নাহার লিপি
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: সুভাগতা আদিত্য
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

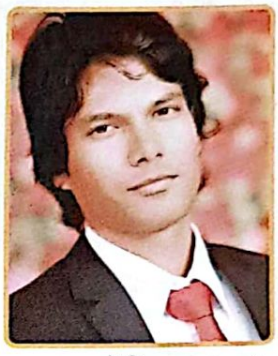

ডা: মোঃ তৌফিক হাসান খান
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: মোঃ হাসনাত
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডা: নওশীন রুবাইয়াৎ
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: শাহনাজ হোসেন দ্বীনু
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডা: ইশরাত জাহান কাঁকন
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডা: রবিন ফয়সাল
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডা: মুর্শিদা ইয়াসমিন
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডা: মোঃ জহিরুল হাসান
প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডা: জোবাইদুল হক
প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ

জামালপুর মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ঃ-

মোঃ আবু হান্নান
প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবঃ)

মোঃ রাজিবুল হাসান
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুল আজিজ
গাড়িচালক

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নুজহাত ফারিয়া
পিতা: মৃত- হাজী কবির উদ্দিন
মাতা: সেলিনা আক্তার
জেলা : মৌলভী বাজার

নাহিদা সুলতানা
পিতা: মোঃ নুরুজ্জামান
মাতা: শ্রেরিনা বেগম
জেলা : নীলফামারী

সাবরিনা তাবাস্‌সুম
পিতা: মোঃ মুজিবুর রহমান
মাতা: সালেহা মুজিব
জেলা : গাজীপুর

পিংগলা তাহিতি
পিতা: ইব্রাহিম আলমগীর
মাতা: সামছুন নাহার
জেলা : নওগাঁ

প্রিয়াংকা রানী মজুমদার
পিতা: লক্ষী নারায়ণ মজুমদার
মাতা: আরতি রানী বালা
জেলা : কুমিল্লা

মোছাঃ ফৌজিয়া ফারহানা
পিতা: মোঃ ফজলার রহমান
মাতা: আঞ্জুমনোয়ারা বেগম
জেলা : বগুড়া

দিগন্তময় সরকার
পিতা: কুমদ রঞ্জন সরকার
মাতা: দীপালি রানী সরকার
জেলা : বগুড়া

মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা
পিতা: আশরাফ আলী
মাতা: আজিজা সুলতানা
জেলা : নিলফামারী

বদরুদ্দোজা
পিতা: আব্দুস ছালাম
মাতা: লুৎফন নাহার
জেলা : ময়মনসিংহ

মামুন পারভেজ
পিতা: মোঃ মিলন পারভেজ
মাতা: মাহমুদা পারভীন
জেলা : শেরপুর

তানজিনা আক্তার
পিতা: আব্দুল হাসিব
মাতা: সালমা বেগম
জেলা : সিলেট

মোঃ রতন আহমেদ
পিতা: মোঃ মকছেন আলী
মাতা: রোকেয়া বেগম
জেলা : কুড়িগ্রাম

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাজমুর রহমান
পিতা: ছায়েদুর রহমান
মাতা: মছুতোলা
জেলা : নোয়াখালী

রাহেলা আক্তার মুক্তি
পিতা: মজিবুর রহমান
মাতা: কহিনুর আক্তার
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হাবিবা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আব্দুল হালিম
মাতা: গোলরায়হানা বেগম
জেলা : শেরপুর

মোঃ নিয়ামুল ইসলাম রিফাত
পিতা: মৃত নজরুল ইসলাম
মাতা: মনজুয়ারা বেগম
জেলা : কুমিল্লা

মোঃ আশরাফ হোসেন
পিতা: মোঃ আজিজুল হক
মাতা: জামেসা বেগম
জেলা : জামালপুর

গোলাম হোসেন
পিতা: জালাল উদ্দিন
মাতা: সাকেরা বেগম
জেলা : কিশোরগঞ্জ

মাহমুদা জামান
পিতা: সুরুজ্জামান
মাতা: মেরিনা জামান
জেলা : জামালপুর

মামুনুর রশিদ
পিতা: মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
মাতা: মর্তা ভানু
জেলা : শেরপুর

মোঃ তানভীর দাউদ
পিতা: মোঃ আমির হামজা
মাতা: পপি হামজা
জেলা : রংপুর

সাদিয়া আফরিন জ্যোতি
পিতা: ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: আসমা আলম
জেলা : জামালপুর

তানিয়া ফেরদৌস
পিতা: মৃত আব্দুল হালিম
মাতা: মরিয়ম বেগম
জেলা : জামালপুর

প্রভা রানী দেব
পিতা: প্রণব দেব
মাতা: মিতা দেব
জেলা : ঢাকা

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাজিমা আক্তার বিউটি
পিতা: মোঃ জামাল উদ্দিন
মাতা: মনোয়ারা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

নুসরাত জাহান নওরীন
পিতা: মোঃ নূরনবী
মাতা: নাজমা বেগম
জেলা : জামালপুর

মোঃ তানজিম মাহমুদ
পিতা: মোঃ আব্দুল্যাহ
মাতা: তাসকিন আরা
জেলা : যশোর

সালেহীন মুস্তারী
পিতা: ফখরুল ইসলাম
মাতা: পারভীন ইসলাম
জেলা : কুমিল্লা

সাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ আব্দুর রহমান
মাতা: মাহমুদা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

মিনার আক্তার
পিতা: মোহাম্মদ নাজের
মাতা: নূর নাহার বেগম
জেলা : চট্টগ্রাম

অদিতি চৌধুরী
পিতা: বিশ্বজিৎ চৌধুরী
মাতা: রিংকু চৌধুরী
জেলা : চট্টগ্রাম

আব্দুল্লাহ আল সাইমুন
পিতা: মোঃ এনামুল হক
মাতা: শিরীন আক্তার
জেলা : কুমিল্লা

মোঃ সেলিম বাবু
পিতা: আশরাফ আলী
মাতা: লাইলী বেগম
জেলা : রংপুর

আফরোজা আফরিন আরিফা
পিতা: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
মাতা: রেহেনা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

ফারহানা বিনতে কামরুল
পিতা: মোহাম্মদ কামরুল হক
মাতা: হামিদা খানম
জেলা : চট্টগ্রাম

নাফিসা খান অরনি
পিতা: সেলিম আসলাম খান
মাতা: নার্গিস আসলাম
জেলা : পাবনা

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

তাহিয়া তাফসিয়া মুনমুন
পিতা: এ.বি.এম দেলোয়ার হোসেন খান
মাতা: ফারহানা আক্তার হ্যাপী
জেলা : ঢাকা

তাবাস্‌সুম ইসলাম
পিতা: নজরুল ইসলাম
মাতা: শাহিদা পারভীন
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রাকিবুল হাসান
পিতা: হাবিবুর রহমান
মাতা: রোকেয়া হাবিব
জেলা : কুড়িগ্রাম

ইমরান হাসান মনি
পিতা: মোতালেব হোসেন
মাতা: মাজেদা বেগম
জেলা : গাজীপুর

মোঃ এজবার আলী
পিতা: মৃত আব্দুস ছবুর
মাতা: আম্বিয়া বেগম
জেলা : সিরাজগঞ্জ

মোঃ রিয়াদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ নাজির হোসেন আকন্দ
মাতা: রওশন আরা বেগম
জেলা : গাইবান্ধা

মোঃ হাবিবুল্লাহ
পিতা: মোঃ আইয়ুব আলী
মাতা: মালেকা বেগম
জেলা : ময়মনসিংহ

সাদেক হোসেন আকন্দ
পিতা: আক্তার উদ্দিন আকন্দ
মাতা: মোছা: খুদেজা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

খালেদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ মজনু মিয়া
জেলা : জামালপুর

মাহবুবা আক্তার
পিতা: মোঃ মকবুল হোসাইন
জেলা : শেরপুর

আহমেদ শামসুজ্জাহান
পিতা: মনির আহমেদ
জেলা : ঢাকা

নুরেশ মাকসুদ নিশাত
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
জেলা : লালমনিরহাট

তাসনিম মাহবুব
পিতা: মাহবুব-উল-ফারুক
জেলা : কুষ্টিয়া

তাসনিম সুলতানা
পিতা: মহরম আলী
জেলা : কুমিল্লা

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাছরুল্লাহ রাফি
পিতা: ফারুক আহমেদ
মাতা: নাসরিন সুলতানা
জামালপুর সদর, জামালপুর

সিমাব আল নাঈম
পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম
মাতা: নাজমা বেগম
উপজেলা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর

মোস্তাসির বিল্লাহ
পিতা: মোঃ আব্দুল মোতালেব
মাতা: বেগম দিলরুবা লাকী
উপজেলা: বকশীগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

রাফি জান্নাত পলিন
পিতা: এসএম আব্দুল লতিফ
মাতা: মেহেরা আক্তার
জেলা : নেত্রকোনা

জেসমিন সুলতানা
পিতা: মোঃ রহমত উল্লাহ
মাতা: বেগম হাসনা হেনা
জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মোঃ নাজমুল হক
পিতা: মোঃ শামছুল হুদা
মাতা: মাহফুজা বেগম
উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ

আকলিমা আক্তার
পিতা: মোঃ আকরাম হোসেন
মাতা: হাসিনা বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

ঋতুপর্ণা মল্লিক
পিতা: নীহার রঞ্জন মল্লিক
মাতা: প্রমিলা মল্লিক
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মোছাঃ সোনালী আক্তার
পিতা: এস.এম খুরশীদ আনোয়ার
মাতা: রুমি আক্তার
উপজেলা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া

জান্নাত আরা মিলি
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান
মাতা: আনোয়ারা বেগম
উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও

ফাউজিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাতা: বিলকিস আক্তার
উপজেলা: সরিষাবাড়ি, জেলা: জামালপুর

মোঃ ফখরুল আবেদীন
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রিতা আক্তার
উপজেলা: আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

শরীফা আক্তার
পিতা: মোঃ তালেব হোসেন
মাতা: আয়েশা হোসেন
উপজেলা ও জেলা: ময়মনসিংহ

রোকসানা আক্তার
পিতা: মোঃ মিছির উদ্দিন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

মোঃ রায়হান উদ্দিন
পিতা: মোঃ সহিদুল হক
মাতা: মর্জিনা বেগম
উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

সালাহ উদ্দিন
পিতা: মোঃ আবুল বাশার
মাতা: শিউলী আক্তার
সেনবাগ, নোয়াখালী

মিশিতা দেবনাথ মৌ
পিতা: স্বপন কুমার দেবনাথ
মাতা: ঝরনা রানী দেবনাথ
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মাহমুদুল হাসান মিঠুন
পিতা: মোঃ মজিবুর রহমান
মাতা: মরিয়ম বেগম
উপজেলা: নকলা, জেলা: শেরপুর

জান্নাত আরা জুঁই
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

নাহিদ হাসান ভূইয়া
পিতা: মোঃ শাহজাহন ভূইয়া
মাতা: নুরুন্নাহার বেগম
উপজেলা: কসবা, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

তাসনিম হাসান
পিতা: জাহাঙ্গীর হাসান
মাতা: সাইফুন নাহার
উপজেলা: দেওয়ানগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

মোছাঃ সাদিয়া মেহেজাবিন মিরা
পিতা: সরোয়ার হোসেন
মাতা: মাহমুদা আক্তার লাকী
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল

মোঃ আব্দুল কাদির হিজল
পিতা: মোঃ মজিবর রহমান
মাতা: রওশন আরা বেগম
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

সানজিদা শহিদ মীম
পিতা: মোঃ শহিদুল্লাহ
মাতা: মনি শহিদ
নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

মোঃ মাহমুদুন্নবী সুমন
পিতা: মোঃ সামসুল আলম
মাতা: মাহমুদা নাছরীন
উপজেলা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ

তাসলিমা আক্তার লুনা
পিতা: আব্দুল আজিজ
মাতা: লুৎফুন্নাহার
কালিহাতি, টাঙ্গাইল

মোঃ মাফিন মোর্শেদ
পিতা: মোঃ মাজহারুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ গুলশান আরা বেগম
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

শামীমা নাজনীন
পিতা: শহিদুল ইসলাম
মাতা: জেসমিন কাজল
উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

অসীম নন্দী শৈলী
পিতা: ডা: অসীম কুমার নন্দী
মাতা: শেলী রানী সরকার
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

মালিহা শামস মৌমিতা
পিতা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
মাতা: হোসনে আরা বেগম
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

মার্জিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ আঃ ওয়াদুদ
মাতা: মোছাঃ হাফিজা আক্তার
জামালপুর সদর, জামালপুর

আবু রায়হান শোভন
পিতা: মোঃ হযরত আলী
মাতা: মোছাঃ শাহনাজ বেগম
টঙ্গী, গাজীপুর

মোঃ মেহেদী হাসান
পিতা: মোঃ আসলাম আলী
মাতা: মোকসেদা খাতুন
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
পিতা: মোঃ মোক্তার হোসেন
মাতা: ময়না বেগম
পাবনা সদর, পাবনা

মোঃ ইব্রাহীম
পিতা: নাছির উদ্দিন
মাতা: রেহেনা বেগম
জামালপুর সদর, জামালপুর

ফাতেমা-তুজ জহুরা
পিতা: মোঃ মুখলেছুর রহমান
মাতা: আছমা রহমান
উপজেলা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

সিলভী সাঈদ সুপ্তি
পিতা: মোঃ আবু সাঈদ
মাতা: খালেদা আক্তার
উপজেলা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

তামান্না ইসলাম ইভা
পিতা: এস.এম রবিউল ইসলাম
মাতা: হাছিনা আক্তার
টাঙ্গাইল

ফাতেমা-তুজ জহুরা ঝিনুক
পিতা: মোঃ ফুলছের আলী
মাতা: নিলুফার ইয়াসমিন
শেরপুর সদর, শেরপুর

মোঃ ইবতিজা হক ওসমানী
পিতা: এড. মোঃ মোজাম্মেল হক
মাতা: ইশরাত শাহীন
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

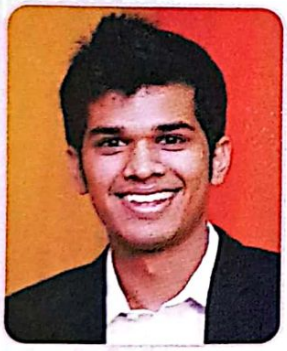

মোঃ তুষার আহমেদ
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: লাকী পারভীন
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ

এ.বি.এম তৌফিক হাসান
পিতা: মোজাম্মেল হক
মাতা: আরেফা খাতুন
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

নিহারিন সুমাইয়া
পিতা: মোঃ আলমগীর
মাতা: আয়েশা বেগম
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মাহিয়াৎ তাসনিম
পিতা: মোঃ জাকির হোসেন
মাতা: ডালিয়া সুলতানা
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ

নওশীন তারান্নাম মমতা
পিতা: এম.এ. হাই
মাতা: সৈয়দা শামসুন নাহার
ঢাকা

মোঃ মনিরুজ্জামান
পিতা: মোঃ বেলাল হোসাইন
মাতা: মোছাঃ মোসলেমা বেগম
রংপুর

মোঃ আল রিফাত
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
মাতা: খোরশেদা বেগম
কুমিল্লা

খালিদ হাসান
পিতা: আব্দুল গফুর
মাতা: খুরশীদ জাহান
বগুড়া

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

শামিলা তাবাস্‌সুম
পিতা: সলিমুল হক খান
মাতা: রোকেয়া খানম
ময়মনসিংহ

তৃশা চক্রবর্তী
পিতা: মানিক চক্রবর্তী
মাতা: ঝর্ণা চক্রবর্তী
চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ জাওয়াদ বিন নাছির
পিতা: নাছির উদ্দিন চৌধুরী
মাতা: বাশেদা বেগম
চট্টগ্রাম

সাবরিনা তানজিম (ইতু)
পিতা: আমিনুল ইসলাম
মাতা: তাহেরা বেগম
চট্টগ্রাম

মোঃ নাজমুস সাদাত
পিতা: মোঃ নজরুল আলী
মাতা: তানজিলা খাতুন
রাজশাহী

মোঃ শাফি
পিতা: মোঃ তোজাম্মেল হক
মাতা: শামসুন্নাহার
গাইবান্ধা

মালিহা চৌধুরী মীম
পিতা: মহিউদ্দীন চৌধুরী
মাতা: জান্নাতুল খালেদা আক্তার
নোয়াখালী

তাসমিম জেরিন তন্না
পিতা: আহসান কবির খান
মাতা: জোছনা কবির
মুন্সীগঞ্জ

মুসাদিক আহমদ
পিতা: আহমদ আলী
মাতা: হাসনা বেগম
সিলেট

ইততেশাম উদ্দিন (তুষার)
পিতা: সিরাজ উদ্দিন
মাতা: মরিয়ম বেগম
ঢাকা

সাবরিনা জেসমিন
পিতা: শাহাদাত হোসেন
মাতা: শারিফুন নাহার
জামালপুর

মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতা: শামসুল আলম খান
মাতা: নাছিমা আক্তার
ঝালকাঠি

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

তাসনিম জাহান জেরিন
পিতা: নুরুল ইসলাম
মাতা: জাহান আরা বেগম
কক্সবাজার

পাপিয়া সুলতানা
পিতা: আফাজ উদ্দিন
মাতা: ছালেহা বেগম
জয়পুরহাট

সাদিয়া হোসেন পিয়া
পিতা: মোঃ মাহবুব হোসেন
মাতা: শাহনাজ বেগম
নেত্রকোণা

মেহেদী হাসান শুভ
পিতা: মোঃ ফকর উদ্দিন
মাতা: হোসনারা বেগম
ময়মনসিংহ

চন্দ্রিকা জেরিন
পিতা: জগলুল করিম সুবেদার
মাতা: নাসরিন সুবেদার
ঢাকা

মোছাঃ জোহুরা খাতুন
পিতা: মোঃ তাজেমুল ইসলাম
মাতা: আলিয়ারা বেগম
রাজশাহী

যুথী সরকার টুম্পা
পিতা: জিতেন্দ্রনাথ সরকার
মাতা: রেভা সরকার
মানিকগঞ্জ

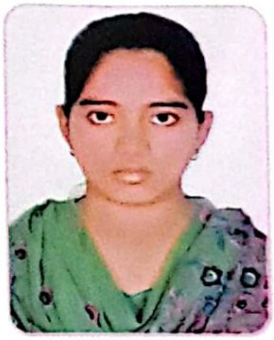

মিতু আক্তার
পিতা: আব্দুল হাকিম
মাতা: রাজিফা বেগম
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

মোঃ জাহিদুর রহমান
পিতা: আজিজার রহমান
মাতা: তুরপুন বেগম
বগুড়া

এমরান হোসেন
পিতা: আজিজুল ইসলাম
মাতা: আঞ্জুয়ারা বেগম
লালমনিরহাট

শ্রাবনী সিরাজ
পিতা: মোঃ শাহজাহান সিরাজ
মাতা: রাফেজা বেগম
ময়মনসিংহ

আশিকুর রহমান
পিতা: চাঁন মিঞা
মাতা: নাজমা আক্তার
ময়মনসিংহ

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

ঈশিতা আক্তার কেয়া
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: মিসেস জয়নব বেগম
ঢাকা

খাদিজা ইসলাম সিমনা
পিতা: মফিজুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ লাকী বেগম
নারায়ণগঞ্জ

কামরুন্নাহার
পিতা: আব্দুর রশিদ
মাতা: উম্মে কুলসুম
নেত্রকোণা

প্রসুন দেবনাথ
পিতা: সলিল দেবনাথ
মাতা: পারুল দেবনাথ
কিশোরগঞ্জ

মোছাঃ রিফাত মারফি সাথী
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ জোসনা বেগম
ঠাকুরগাঁও

মোঃ আলবি হাসান
পিতা: মোঃ মেহেদী হাসান
মাতা: শিউলী চৌধুরী
কিশোরগঞ্জ

রাফিউল ইসলাম রিয়ান
পিতা: মোঃ ফয়েজ উদ্দীন
মাতা: শামছুন্নাহার
কিশোরগঞ্জ

ফারহানা নুসরাত জিসান
পিতা: মোঃ বেলাল উদ্দীন
মাতা: দিল আফরোজা
বগুড়া

মোঃ মাহবুবা জেরিন
পিতা: মোঃ আকবর আলী
মাতা: শাহরা খানম
নাটোর

ঐশ্বরিয়া সাহা রায়
পিতা: হিরণ্ব কুমার রায়
মাতা: সন্ধ্যা রানী সাহা
রংপুর

তানভীর আহমেদ সাব্বির
পিতা: মোঃ চাঁন মিঞা
মাতা: নাহার বেগম
ময়মনসিংহ

তাসনিম আক্তার
পিতা: মোঃ মনির উদ্দিন
মাতা: মেহের নিগার
সিলেট

CamScanner

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

ছায়মা তাজনীন
পিতা: ফয়জুল্লাহ ভূঁঞা
মাতা: রোকেয়া বেগম
ঢাকা

মোঃ আব্দুল্লাহ আল আলমিন
পিতা: বাহারুল ইসলাম
মাতা: আখিয়া খাতুন
গাজীপুর

সুমাইয়া ইসলাম
পিতা: এড. ময়নুল ইসলাম
মাতা: খালেদা ইয়াসমিন
সিলেট

রিফাত উল্লাহ
পিতা: আব্দুল মজিদ
মাতা: খোশনামা বেগম
কক্সবাজার

সুমাইয়া তানজুম সিদ্দী
পিতা: শরীফুল হক সিদ্দীকী
মাতা: সাদিয়া ইয়াসমিন খান
ঢাকা

মোছাঃ ফারজানা ওয়াহিদ
পিতা: মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ
মাতা: শিরিন আক্তার
পাইবান্ধা

তাহসান আহমেদ
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
মাতা: কামরুন্নাহার রীনা
হবিগঞ্জ

মাহবুবুর রহমান সৌরভ
পিতা: মোঃ সাদ উল্লাহ
মাতা: মোর্শেদা বেগম
সুনামগঞ্জ

মোঃ সাইজিন মিয়া
পিতা: আবুল কালাম
মাতা: রেহেনা বেগম
সুনামগঞ্জ

আফসানা হোসেন
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: মাহমুদা সুলতানা
গাজীপুর

ফারজানা আনজুম মেধা
পিতা: মোঃ সামসুল হক
মাতা: আয়েশা আক্তার
গাজীপুর

চৈতী রানী দাস
পিতা: চিত্ত রঞ্জন দাস
মাতা: শিল্পি রানী দাস
গাজীপুর

সামিয়া রহমান
পিতা: মৃত এ.কে.এম মাহমুদুর রহমান
মাতা: শামীম জাহান
গাজীপুর

ইমতিয়াজ আহমাদ
পিতা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: মাহবুবা আক্তার নিলু
সুনামগঞ্জ

আঁকা চাকমা
পিতা: জ্ঞানময় চাকমা
মাতা: মিতালী চাকমা
রাঙ্গামাটি

ডাঃ সৈয়দ আলফেসানী

এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (সার্জারী), এমএস (ইউরোলজি)
সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ
জামালপুর মেডিকেল কলেজ

প্রষ্টেট বৃদ্ধি (বড় হওয়া) জনিত সমস্যা (BEP)

প্রষ্টেট কি?

প্রষ্টেট পুরুষ প্রজননতন্ত্রের একটি গ্রন্থি যা ১৮-২৪ গ্রাম ওজনের, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় 4X3X3 সেন্টিমিটার, দেখতে অনেকটা আখরোটের মত। এই গ্রন্থিটি মুত্রথলির ঠিক নিচে মুত্রনালির চারপাশে থাকে। মানুষের দেহে একজোড়া কিডনি থেকে অনবরত প্রস্রাব তৈরি হয়ে নিচে তলপেটে মুত্রথলিতে এসে জমা হয়। এই মূত্রথলি থেকেই পাতলা নলের মত মূত্রনালী দিয়ে প্রস্রাব বাহিরে বের হয়ে আসে। এই মূত্রনালিটি প্রষ্টেট কে এর ঠিক কেন্দ্র দিয়ে ভেদ করে বাহিরে বেরিয়ে আসে। আর এ ভাবেই এই মাংসল গ্রন্থিটি মূত্রনালিকে ডান, বাম, সামনে ও পিছন দিক থেকে ঘিরে থাকে বা মুড়িয়ে (র‍্যাপিং) রাখে।

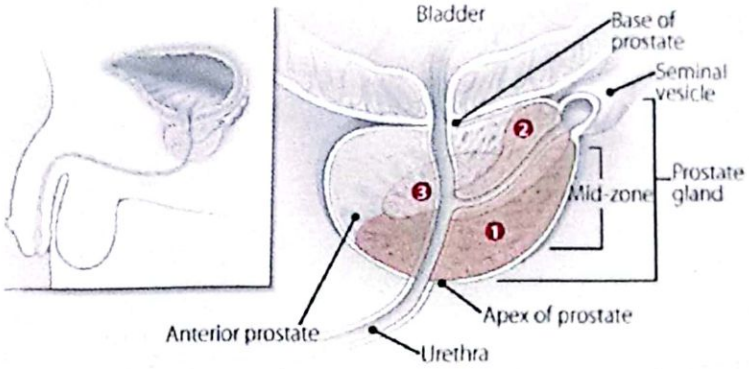

প্রষ্টেট এর কাজঃ-

এই প্রষ্টেট থেকে নিঃসৃত দুধের মত সাদা রস পুরুষের বীর্য্য গঠনের সহায়ক। পুরুষের প্রজনণের প্রধান উপাদান শুক্র এই রসেই পুষ্টি লাভ করে, সাঁতার কাটে, চলাচল করে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরের অঙ্গগুলোও বুড়ো হতে থাকে। সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রষ্টেট বড় হতে থাকে। যতক্ষননা এই বর্ধিত (স্ফিত) প্রষ্টেট প্রস্রাব বহিঃর্গমণে বাধা (চাপ) সৃষ্টি করে ততক্ষন পর্যন্ত কোন লক্ষন উপসর্গ দেখা যায়না। সাধরনত ৫০ পঞ্চাশোর্ধ বয়সের পুরুষের ক্ষেত্রেই এই সমস্য গুলো দেখা যায়। এখনও চল্লিশ বছর হয়নি এমন পুরুষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা কদাচিত চোখে পড়ে।

প্রষ্টেট বৃদ্ধির কারণ ঃ-

- সঠিক কারণ জানা যায়নি
- বহুমাত্রিক ফেক্টর জড়িত
- হরমোন (এন্ড্রোজেন)
- জেনেটিক (বংশগত কারণ)
- ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

এই রোগের (BEP) লক্ষণ/উপসর্গ ঃ-

ক. মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে থাকার জন্য (ইরিটেটিভ) ঃ-

- ঘন ঘন প্রস্রাব করা
- রাতে ঘুম ভেঙ্গে বার বার প্রস্রাবে যাওয়া
- অল্প সময়ের জন্য প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখতে অসমর্থ হওয়া
- বেগ হলে মাঝে মধ্যে প্রস্রাব পড়ে যাওয়া
- প্রস্রাব এর রাস্তায় ব্যাথা জ্বালা পোড়া

খ. মূত্রথলির মুখে প্রস্রাব আটকে যাওয়ার জন্য (অবষ্ট্রাকটিভ)ঃ-

- প্রস্রাব শুরু করতে দেরী হওয়া
- ধীরলয়ে/ঝিরিঝিরি/খুব দুর্বল গতিতে প্রস্রাব হওয়া
- দীর্ঘ সময় ধরে চেপে চেপে প্রস্রাব করা
- প্রস্রাব শেষে তৃপ্তি না পাওয়া/ফ্রেস না লাগা/তল পেটে ভারী লাগা
- প্রস্রাব শেষে ফোটা ফোটা প্রস্রাব ঝরা
- বারবার প্রস্রাবে ইনফেকশন
- প্রস্রাব একেবারেই আটকে (রিটেনশন) যেতে পারে

CamScanner

অন্য আরও যে সব কারনে উপরোল্লেখিত উপসর্গ সমূহ দেখা দিতে পারে

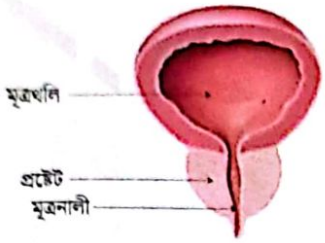

BEP- হওয়ার পূর্বে

- প্রস্রাব এর রাস্তা চিকন বা সরু হয়ে যাওয়া
- মূত্রথলির মুখ সংকোচিত হয়ে যাওয়া
- মূত্রনালি ও মূত্রথলির প্রদাহ
- প্রষ্টেট ক্যান্সার, ব্লাডার ক্যানসার
- ওভার একটিভ ব্লাডার **(OAB)**

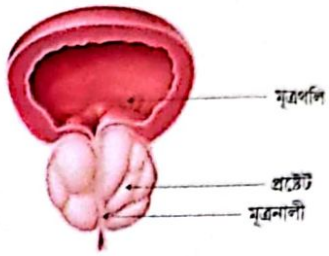

BEP- হওয়ার পর

আইপিএসএস (IPSS) ঃ-

আন্তর্জাতিকভাবে এই লক্ষন উপসর্গ গুলোকে পয়েন্ট হিসাব করে (০-৩৫) একটি স্কোর তালিকা করা হয় ।

Mild	স্বল্প মাত্রা	০-৭
Modarate	মাঝামাঝি	৮-১৯
Severe	তীব্র	২০-৩৫

কিভাবে রোগটি ধরা যাবে (ডায়াগনোসিস)ঃ-

ক. রোগীর ইতিহাস

খ. শারিরীক পরীক্ষা: পায়খানার রাস্তায় আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা (DR

গ. ল্যাবরেটরী পরীক্ষা নিরীক্ষা:

- রোগী প্রস্রাব পরীক্ষা
- আল্ট্রসনোগ্রাম
- প্রষ্টেট স্পেসিফিক এন্টিজেন (PSA)
- সিরাম ক্রিয়েটিনিন
- ইউরোফোমেট্রি
- ইউরেথ্রোসিস্টোসকপি

বয়সভেদে পুরুষদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার -

বয়স	হার
৫৫-৭৫ বছর	২৫%
৭৫ বছর এবং এর অধিক	৫০%

চিকিৎসাঃ-

কোন পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে তা নিচের বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে ঃ

- রোগীর বয়স ।
- রোগীর লক্ষণ উপসর্গের মাত্রা কতটুকু (IPSS স্কোর অনুযায়ী) ।
- ল্যাবরেটরী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল (US,Uroflowmetry)

ক. ফলোআপ ও পর্যবেক্ষণ (ঔষধ ও অপারেশন ছাড়া) ঃ-

- অতিরিক্ত পানি খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে
- সন্ধ্যার পর অল্প পানি খেতে হবে
- এ্যালকোহল, ক্যাফেইন গ্রহণ নিয়ন্ত্রন করতে হবে
- নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে
- কোষ্ঠ কাঠিন্য চিকিৎসা করতে হবে

CamScanner

খ. ঔষধে চিকিৎসা:অধিকাংশ রোগী ঔষধের মাধ্যমে ভাল হয়ে যায়।

- আলফারিসেপটর ব্লকার-টেমসুলোসিন,আলফাজোসিন, প্রাজোসিন, টেরাজোসিন উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় ঔষধ মূলত মূত্রথলির মুখের চারপাশের মাংসপেশিকে শিথিল করে এবং স্বাভাবিক প্রস্রাব চলাচলে সহায়তা করে।
- এন্টিহোরমন -ফিনাষ্টেরাইড, ডিউটাষ্টেরাইড ইত্যাদি। এই ঔষধ গুলো পুরুষ হরমোন টেষ্টোষ্টেরনের কার্যকারিতা হ্রাস করে ফলে প্রষ্টেটের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রন করে। প্রতিটি ঔষধেরইপার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

গ. অপারেশন (TURP) ঃ-

আজকাল আধুনিক পদ্ধতিতে পেট না কেটে প্রস্রাব এর রাস্তা দিয়ে মেশিনের মাধ্যমে সহজেই প্রষ্টেট অপারেশন করা যায়। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত মাংস কাটা, রক্ত বন্ধ করা, ওয়াশ করা প্রস্রাব এর রাস্তা দিয়ে একই মেশিনে একই সাথে সম্পন্ন হয়। এতে ২-৪ দিন প্রস্রাবের রাস্তায় ক্যাথেটার (নল) রাখতে হয়। তার পর ক্যাথেটার খুলে দিলে স্বাভাবিক প্রস্রাব হয়।

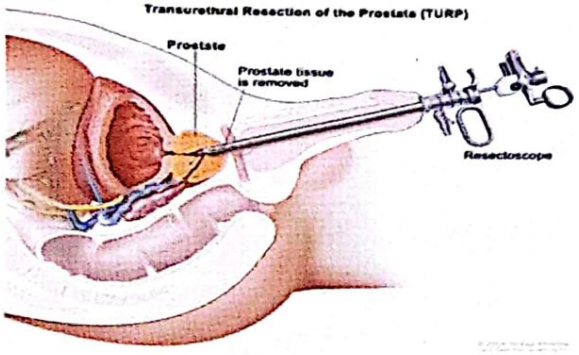

সব চিকিৎসা পদ্ধতিতেই রোগীকে নির্দিষ্ট সময় পর পর চিকিৎসকের নিকট ফলোআপ এ আসতে হয়। প্রষ্টেট বৃদ্ধিজনিত এই রোগের (BEP) চিকিৎসা সঠিক সময়ে না করলে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন-ঘনঘন প্রস্রাব এর ইনফেকশন, কিডনি ও মূত্রনালিতে পাথর, মূত্রথলি দূর্বল হয়ে যাওয়া, এমনকি কিডনি বিকল ও মৃত্যুর ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে।

***** তাই- সর্তক হউন, সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, সুস্থ্য থাকুন *****

CamScanner

স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয়

ডাঃ নূরুল আলম বাশার
এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন), এম.ডি (নিউরোলজি)
এম.এ.সি.পি (আমেরিকা)
মেম্বার, ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন
সহকারী অধ্যাপক (নিউরো মেডিসিন)

স্ট্রোক কি

স্ট্রোক অতি পরিচিত একটি মেডিকেল ইমারজেন্সি। মস্তিষ্ক মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্কের কাজ ২৪ ঘন্টার বেশী অকার্যকর থাকলে তাকে স্ট্রোক বলে।

স্ট্রোক কি কি ধরণের হয়

১. মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্থ জনিত (ischemic stroke) : সাধারণভাবে শতকরা ৮৫ ভাগ স্ট্রোক-এ ধরণের হয়।

২. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত (Haemorrhagic stroke) : সাধারণভাবে শতকরা ১৫ ভাগ স্ট্রোক-এ ধরণের হয়।

কি কারণে স্ট্রোক হয়

১. অপরিবর্তনযোগ্য (Fixed risk factor) ঃ

- বয়স ঃ ৬০ বৎসরের অধিক বয়স
- লিঙ্গ ঃ সাধারণভাবে পুরুষদের মহিলা অপেক্ষা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশী।
- বংশানুক্রম (Hereditary)
- পূর্বে আক্রান্ত হওয়া কিছু রোগ-যেমন হার্ট অ্যাটাক (MI), স্ট্রোক অথবা ইমবোলিজম।
- রক্তে ফিব্রিনোজেন এর উচ্চ মাত্রা।

২. পরিবর্তনযোগ্য ঃ

- উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure)
- হৃদরোগ ঃ যেমন ঃ হার্টফেইলুর, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, হৃদপিন্ডের অন্তঝিলি-র প্রদাহ (Endocardi
- ডায়াবেটিস।
- রক্তের চর্বির অধিক্য (Dyslipidemia)
- ধুমপান।
- মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান।
- জন্মনিয়ন্ত্রণকারী বড়ি (contraceptive Pill) গ্রহণ
- রক্তের পলিসাইথেমিয়া নামক রোগ।
- সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত লোক (Social deprivation)

CamScanner

স্ট্রোক হয়েছে কিভাবে বুঝবেন

১। কথা জড়িয়ে আসা/কথা বল তে না পারা।
২। দৃষ্টিহীনতা সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে এক চোখ অথবা দুই চোখে দেখতে না পাওয়া।
৩। ভারসাম্যহীনতা।
৪। মাথা ব্যথা হওয়া।
৫। খিঁচুনি হওয়া।
৬। রোগী অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

স্ট্রোক রোগীদের কি কি পরীক্ষা করা হয়

১। রক্তের সাধারণ পরীক্ষা ঃ টিসি, ডিসি, ইএসআর, হিমোগ্লোবিন (TC,DC,ESR,Hb%)
২। ডায়াবেটিসের পরীক্ষা ঃ (Blood Sugar)
৩। রক্তের চর্বির পরীক্ষা ঃ (Lipid Profile)
৪। রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা ঃ রক্তের ক্রিয়েটিনিন, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি।
৫। বুকের এক্স-রে, ই.সি.জি।
৬। ব্রেইনের-সিটি স্ক্যান, এম.আর.আই, এনজিওগ্রাম
৭। অন্যান্য পরীক্ষা ঃ হার্টের ইকো কার্ডিওগ্রাম, ঘাড়ের রক্তনালীর আল্ট্রাসনোগ্রাম (Colour Doppler Ultrasnogram of Neck Vessels)

স্ট্রোক রোগীদের কি কি চিকিৎসা দেওয়া হয়

জরুরী অবস্থায়-

- রোগীর শ্বাসনালী, চোখ, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানা বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- প্রয়োজনে নাকের নল (N-G tube) স্থাপন করে খাবার ও অন্যান্য ঔষধ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ক্ষত (Bed Sore) এড়াতে রোগীকে দুই ঘন্টা পর পর পার্শ্ব-পরিবর্তন করতে হবে।
- রক্তের সুগার, ব্লাড প্রেসার, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ফিজিওথেরাপী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরবর্তীতে স্ট্রোক প্রতিরোধে কি করণীয়

Primary Prevention- এর অংশ হিসেবে

১। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ।
২। ধুমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান বর্জন।
৩। উপযুক্ত ঔষধের মাধ্যমে রক্তের চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৪। সক্রিয় জীবন যাপন (Active life style)
৫। অনিয়মিত হৃদ স্পন্দনের রোগীদের এন্টিকোয়াগুলেশনসহ যথাযথ ঔষধ গ্রহণ।

Secondary Prevention-এর অংশ হিসেবে

১। এন্টিপ্লাটেলেট জাতীয় ঔষধ যেমন ঃ ইকুস্পুরিন, ক্লোপিডেগরল ইত্যাদি এবং স্ট্যাটিন জাতীয় ঔষধ রক্তের চর্বি কমানোর জন্য নিয়মিত গ্রহণ।
২। নিয়মিত রক্তচাপ মেপে সেমতে ঔষধের মাত্রা পরিবর্তন করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখলে পরবর্তীতে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

CamScanner

এটা আমাদের গল্প

নুরেশ মাকসুদ নিশাত, ৩য় বর্ষ, রোল : ৪৯

ট্রেন থেকে নেমেই রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম"মামা, জামালপুর মেডিকেল কলেজ যাবেন?" চোখ বড় বড় করে উনি জিজ্ঞেস করলেন "এটা কুন জাগা? মেডিকেল যাবেন? মানে হাসপাতাল যাবেন?"
এই ছিল এই মেডিকেল কলেজ আমার পদার্পনের মূহুর্তের অভিজ্ঞতা। ২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি অর্থাৎ আজ আপনারা যখন এই লেখাটি পড়ছেন, তার ঠিক ৭৩০ দিন আগের কথা, বাংলাদেশের আনাচ কানাচ থেকে ৫১ টি মুখ সাদা এপ্রোন আর চিকিৎসক নামের অসম্ভব আকর্ষণীয় এক পদবীর স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল এই ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাস বলতে যা বুঝায়, অর্থাৎ নিজস্ব বাউন্ডারি, সবুজ মাঠ, হল, ক্যান্টিন, সিনিয়র, নবীন বরন, আড্ডা, হইচই-এসব কিছুই ছিলনা সেদিন। হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের দুটো রুম ভেঙ্গে একটা লেকচার গ্যালারী, ছোট ছোট অফিসগুলোতে টিউটোরিয়াল ক্লাস, দুটো ভবনে ছেলে আর মেয়েদের থাকার জায়গা, আর একটা অফিস। ক্যাম্পাস বলতে শুধুই এটুকুই।
সিনিয়রদের দিকনির্দেশনা ছাড়া মেডিকেল লাইফের মতো একটি কঠিন অধ্যায় শুরু করা প্রায় অসম্ভব। তাই ঐ নতুন মুখগুলো যখন এনাটমি, ফিজিওলজী আর বায়োকেমেস্ট্রি নামক নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেখে প্রায় দিশেহারা, তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়াল তাদের শিক্ষকরা। শুধু শিক্ষক হিসেবে নয়, কখনো অভিভাবক হয়ে, কখনোবা সিনিয়র হয়ে, তাঁরা শ্রীহীন এই ধুসর মরুতে ছায়া হয়ে ছিলেন।
কতো কচি ছিলাম আমরা, কতটা অপরিপক্ক, কতটা অসহায়। এনাটমি একটা আইটেম দিন দিনেও শেষ হতোনা। কেউ পেন্ডিং খেলে ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিত, গ্রুপ স্টাডি, ডেমো খাওয়া মেডিকেল লাইফের এসব অপরিহার্য জিনিস বুঝিয়ে দেবার কেউ ছিল না। মাসের পর মাস ভিসেরার বদলে ডামি দিয়ে চলতো এনাটমি পড়াশুনা। ডেডবডি কিংবা ভিসেরার সাথে প্রথম পরিচয় হলো প্রায় নয় মাস পর। দেখতে দেখতে প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষা শুরু হলো। অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক বাধা বিঘ্নের পরও শুধুমাত্র স্যার ম্যাডামদের সহযোগিতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা আর দোয়ায় একটা মোটামুটি চমকে দেয়ার মতো ফলাফল হল। কেউ প্রথম জানল জামালপুরেও একটা মেডিকেল কলেজ আছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলা কলেজটা এবার প্রথম দুপায়ে শক্তি পেল। শুরু হল হাটি হাটি পা পা করে একটু একটু করে এগিয়ে চলা। মেডিকেল কলেজ কবে পূর্ণাঙ্গ হবে জানি না, কবে আমাদের স্বপ্নের ক্যাম্পাস বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, তাও জানিনা। তবে এটুকু জানি এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে একদিন ঠিকই পৌছে যাব আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে।
একদিন যে যাত্রা ৫১ জন দিয়ে শুরু হয়েছিল আজ সে যাত্রা ১৫০'র কোঠায় পৌছল। ঐ ৫১ জন এই কলেজে পা দিয়েই একটা লড়াই শুরু করেছিল। সে লড়াই ছিল একটা অজানা অচেনা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। একটা গহীন অরণ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। পথে বিছানো অনেক কাঁটা, অনেক আবর্জনা। চলার সময় সব আবর্জনাকে সরিয়ে দিয়ে পথ চলছি। যাতে আমাদের উত্তরসূরিদের ব্যাপক কষ্ট না হয়, যে সীমাবদ্ধতা আমাদের ছিল, তা যেন ওদের না থাকে। একদিন এই ক্যাম্পাসে নবীনদের বরণ করবার কেউ ছিলনা। কিন্তু আজ আমরা সবাই আছি।
তাই এই গল্পটা আমাদের শুধুই আমাদের.....।

CamScanner

কাল- পুরুষ

জান্নাত আরা মিলি (২য় ব্যাচ)
রোল : ১০

সেই কোন কালে পাতার আড়ালে
ফুটেছিল এক ফুল
সৌরভে তার কানন উজাড়
ভোমর ফুটালো হুল
জামালপুরের পথে-
দুঃখি মানুষের পাশে
সেদিন ওয়াকিল স্যার দোয়েলের শিষে,
সবাই তারে ভালোবাসে।
সেবাতে তাহার সীমা বাধিব না
তার কাছে ঋণী জাতি,
সেবায় ভাগ্য বুননে
সে আঁধার ঘরের বাতি।
সেই চিরজন যেন অনুপম
আজ আমাদের পাশে
ফুল মালঞ্চে রাখিব তাঁহারে
মনে প্রাণে ভালোবেসে
রচিতে কাহিনী শেষ নয় জানি
এমনি তাঁহার গুণ-
এই সেই মানুষ কল্প পুরুষ
গুণ তাঁর শত গুণ

নবীন বরণ

সাদেক হোসেন আকন্দ
৩য় বর্ষ, রোল : ৩৮

"শিক্ষার এই আলোকিত আঙ্গীনাতে
তোমাদের করছি বরণ
শুভ হোক তোমাদের আগমন"
তোমাদের পদভারে মুখরিত হবে
এই আঙ্গিনা
হৃদয় দোয়ার খুলে করছি বরণ তাই
ভুলে গিয়ে সব বেদনা
তোমাদের আগমনে হাজার কলিরা
পাপড়ি মেলে
আঁধার রজনী শেষে পূবের আকাশে
রক্তিম সূর্য্য দোলে
হৃদয় বীনার তারে নতুনের সুরে সুরে
তোমাদের করছি বরণ
শুভ হোক তোমাদের আগমন॥
শত প্রতিকূলতা সত্যেও এগিয়ে যাবে
তোমরা সামনের পানে
এ আশায় তোমাদের করছি বরণ
শুভ হোক তোমাদের আগমন

মানবতার কান্ডারী

জেসমিন সুলতানা
২য় বর্ষ, রোল : ০৫

শোনো, তোমাকেই বলছি,
এসেছ মানবতার মান-মন্দিরে,
সেবার মহানব্রত নিয়ে॥
আমরাও এসেছিলেম,
ঠিক একটি বছর আগে।
মনে অনেক স্বপ্ন,
আর, সুপ্ত কিছু বাসনা নিয়ে॥
সেই স্বপ্নকলি আজ প্রস্ফুটিত
সুপ্তবাসনাগুলো রূপান্তরিত
দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
মানবসেবার তরে,
আমাদের দীপ্ত প্রতিজ্ঞা॥
আমরা যেপথ পাড়ি দিতে চাই,
সেপথ কঠিন-দুর্গম।
কিন্তু যদি স্বপ্ন-
রূপান্তরিত হয় প্রতিজ্ঞায়,
সেপথ তো কিছুই নয়॥
সেপথে খুঁজে পাবে,
ভালোবাসা আর সম্মান।
খুঁজে পাবে,
পরম করুনাময়ের আহ্বান॥
অবশেষে তুমিই হবে জয়ী।
হে-

নবীন পথের পথিক।
মানবতার কান্ডারী॥

সাদা এপ্রোন

ফখরুল আরেফীন সানি
২য় বর্ষ, রোল : ১৩

কারো কারো স্বপ্ন, কারো কারো ইচ্ছা,
গায়ে জড়ানো সাদা এই এপ্রোনটা।

স্বপ্ন পূরণে মিটে মনের তৃষ্ণি,
নির্ঘুম রাত, পড়ার চাপ, কখনো ব্যার্থতার সৃষ্টি।

অশান্তির মাঝেও খুঁজি একটুখানি শান্তি,
হ্যা আমরাই তো মেডিকেল শিক্ষার্থী।

এরকম আছে শত কষ্টের ব্যথা,
যাতে জড়ানো হাজারো সুখ গাঁথা।

অশ্রুসিক্ত চোখ, কষ্টে যার কাঁপতে থাকে ঠোঁট,
ফুটে যখন তাতেই এক চিলতে হাসি
গর্ব করে বলতে তখন ইচ্ছে হয় খুব,
হ্যা, এই পেশাকেই আজ বড্ড ভালোবাসি।

টাকা পয়সা, বাড়ি-গাড়ি সবই হয় পাওয়া!
লোভে পড়ে হারিওনা মানবিকতার ছায়া।

স্বর্গ-সুখ মেলে যে এই পেশাটাতে,
আকড়ে ধরে বেঁচো তাই নিষ্ঠা, সততাতে

একুশের চেতনা

শরীফা আক্তার
২য় বর্ষ, রোল : ১৪

একুশ আমার চেতনা।
একুশ আমার গর্ব।
একুশ আমার অহংকার।
কেড়ে নিতে চেয়েছিল হানাদাররা
বাঙালি মায়ের মুখের কথা।
বুক বেঁধেছিল টগবগে যুবকেরা
রক্ষাখে মায়ের ভাষা।
বেয়োনেটের খোঁচায় খোঁচায়
শরীর হয়েছিল ঝাঁঝড়া।
বাঁধ সাধেনি এই টুকুতে
সূচনা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের
প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ শহীদ
সম্মান দিয়েছে হাজারো মা পেয়েছি
সার্বভৌমত্ব
পেয়েছি মুখের ভাষা।
আমারই মাতৃভাষা
বাংলা ভাষা।

আমি গর্বিত আমি কসাই!

নাজমুর রহমান
৩য় বর্ষ, রোল-১৩

-ভাই, এখানে এত হৈচৈ কেন?
-আরে ভাই আর বইলেন্না! এক কসাইয়ের ভুল চিকিৎসায় আজ আমার ভাগ্নি মারা গেল (কান্না জড়িত কণ্ঠে)
-তা-, ভাই আপনি কি কাজ করেন?
-ব্যবসা করি।
-তাহলে কেমনে বুঝলেন ভুল চিকিৎসা হল?
-ধুর মিয়া রোগী মারা গেছে তাই ভুল চিকিৎসা।

-কিরে আজ না তোর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দিছে?
-বাবা, আমি চান্স পাইনি।
-কি??? আজ থেকে তোর সব বন্ধ।
-বাবা আমি অন্য কোথাও চান্স পাইছি তো.....
কিছুদিন পর ঃ
-কি রহমান সাহেব আপনার ছেলে কই চান্স পাইছে
-মেডিকেলে.....
-ও ও ও কসাই বানাবেন বুঝি....

চানক্য নামে একজন পন্ডিত কোন এককালে বলেছিলেন যে, দেশে বিজ্ঞান, জ্ঞানী ও কর্মঠ ব্যক্তি প্রকৃত সম্মান পান না সে দেশ ত্যাগ ক উচিত। কিন্তু আমরা যারা ডাক্তার হয়েছি বা হচ্ছি তারা দেশ ত্যাগ করিনা কারণ আমরা কসাই, যা অন্যপেশার লোকেরা হয় হামে দেশ ত্যাগ করছে। যে ছেলে বা মেয়েটা মেডিকেলে ভর্তি হবার পর অমানুষিক পরিশ্রম করে ডাক্তার হয় তাকে কসাই ছাড়া আর কি বলা যায়, ডাক্তার হবার পরও কিন্তু তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম শেষ হয় না, কেবল মাত্র শুরু হয়। আপনি অন্য কোন পেশার লোক দেখান যেখানে গভীর রাতে আর্তের ডাকে সাড়া দিয়ে বের হয়ে আসে। আমরা বের হয়ে আসি কারণ আমরা কসাই। আমি কসাই ব আমি অনেক অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দিই (কিছু কিছু কাঁঠালের পাতাখোর মানুষের মতে)।
তাই বলে আমার কোন দুঃখ নেই, আমি গর্বিত যখন দেখি, কেউ স্রষ্টার পরে আমাকে চায় মনে স্থান দেয়, যখন দেখি কেউ আমার মুষ্টিবদ্ধ করে দু'ফোঁটা চোখের অশ্রু বিসর্জন দেয়, যখন দেখি কোন মা তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হ যখন কোন বৃদ্ধ বলে, বাবা গরিব মানুষ বলে কিছু আনতে পারিনি, মুরগীর ডিমগুলা রাখ বাজা, তখন নিজের অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ব ইচ্ছে করে, হ্যাঁ আমি কসাই, আমি গর্বিত। ছোট কালে দিল্লীকা লাড্ডু নিয়ে একটা কথা শুনতাম। দিল্লীকা লাড্ডু নাকি খাইলেও পস্ত হয়, না খাইলেও পস্তাতে হয়। আমাদের দেশের কিছু কিছু মানুষের অবস্থা এমন যে ওরা ডাক্তারদের দেখলে চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার ক আবার তারাই তাদের অনুজদের ডাক্তার বানাতে চান।
কেন রে ভাই, ডাক্তারদের প্রতি আপনাদের এত হিংসা কেন? তাঁদেরকে অন্তত তাদের প্রাপ্ত সম্মানটুকু দিন। ভাই সবারই কিন্তু ধৈ একটি আপার লিমিট থাকে। ডাক্তার হইছি বলে ভাববেন না আমরা কিছুই করতে পারিনা, জানেনইতো, "স্রষ্টাকে রাগালে ডাক্তারের ক আর ডাক্তারকে রাগালে স্রষ্টার কাছে।"

নবীনের জয়গান

মোঃ তানভীর দাউদ
৩য় বর্ষ, রোল-২৬

তোমরা নতুন তোমরা প্রজন্ম
তোমাদেরকে নিয়ে দেশ
আপামর জনতা তোমাদের নিয়ে গড়বে
সোনার বাংলাদেশ
বাংলাদেশে তোমার জন্য হয়েছে অনেক দান
তার জন্য কবি কবিতায় লিখে গেছে তোমাদের সম্মান
তোমরা হবে আগামী দিনের ভবিষ্যত প্রজন্ম তাই
তোমাদের কে নিয়ে আমরা গর্বিত সবাই
তোমাদের কে নিয়ে হাসি খুশি আনন্দময় জীবন গড়া
এইতো আমাদের আশা।
তোমাদের প্রতি রয়ে যাবে আমাদের সর্বক্ষণ ভালবাসা
তুমি যেন থাক নতুনের মতন,
তোমাদের যেন প্রতি বৎসর এভাবে করিতে পারি বরণ।
বড়দের প্রতি সম্মান আর ছোটদের প্রতি ভালবাসা
এই নিয়ে তোমাদের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা।

রায়হান
২য় বর্ষ, রোল-১৬

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন

স্ত্রী ঃ বিয়ের আগে বলেছিলা তুমি ইঞ্জিনিয়ার।
আর এখন বলতেছো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দারোয়ান।
স্বামী ঃ হি, হি, হি !!! তোরে ছারপিরাইচ দিলুম রে পাগলী

সারাদিন বড়শি নিয়ে বসে থেকে একটিও মাছ ধরতে পারেনি এমন একজন জেলের সাথে পথযাত্রীর কথোপকথন

পথযাত্রী ঃ জেলে ভাই, আমি এই নদীটি পার হব কীভাবে ?
জেলে ঃ রাগান্বিত হয়ে-একটা থাপ্পর দিয়া নদীর মাঝখানে ফালামু।
পথযাত্রী ঃ ভাই আমাকে দয়া করে দুটি থাপ্পর দিয়ে নদীটি পার করে দিন।

CamScanner

সাবরি. তাবাস্‌সুম
৩য় বর্ষ, .াল ঃ ০৩

ইরা

সতর্কতার সাথে বাঁ হাতে ধরা টেস্টটিউবের মধ্যে ড্রপার দিয়ে আরও একফোঁটা রি-এজেন্ট ঢাললেন প্রফেসর জীন। কপালটা কুঁচকে আছে। অসন্তুষ্টতার একটা ভাব তাতে স্পষ্ট। নাহ্ এবারও হলোনা। রি-এজেন্ট 0-00000137 X 10^{-4} পিকোগ্রাম বেশি পড়ে গেছে। পাশে রাখা বড় বিকারটায় এবারও ফেলে দিতে হলো মিকারটা। সদা হাসিখুশি মুখটাতে একটা অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠছে। "রিডিকুলাস' রাগে গড়গড় করতে করতে পাশের কলিংবেল টাতে চাপ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মেয়ে ঢুকলো রুমে। ফতুয়া-জিন্স পড়া, চুল ছোট ছোট করে কাটা মেয়েটার দিকে না তাকিয়েই তিনি বললেন "7389 X 10^{-51}" সেকেন্ড দেরি করার কোন যুক্তি কি আছে তোমার কাছে, ইরা?

ইরামে নামের মেয়েটি মেনে নেয়ার কণ্ঠেই বললো "না প্রফেসর, কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই আমার জানা মতে। আমার জানার বাইরেও কিছু থাকতে পারে। এখন তা নিয়ে আমার ক্ষমা চাওয়াটা জরুরী কিনা বুঝতে পারছিনা।"

প্রফেসর ইরায় কথায় কান না দিয়ে হাত নেড়ে কিছু চাইলেন। ইরা তার হাতে ধরা গাঢ় নীল রংয়ের ফাইলটা প্রফেসরের হাতে দিয়ে বিরতীহীনভাবে বলতে লাগলো, "শার্লক হোমস তার নিজের সমাধান করা ৩৪ নম্বর কেসটা রিভিশন দিচ্ছেন। এবং কিছু একটা নিয়ে খুবই চিন্তিত দেখা যাচ্ছে তাকে।" প্রফেসর বাঁধা দিয়ে বললেন "শার্লক হোমস কি তার HE-0301A মেডিসিনটা নিয়মিত নিচ্ছেন না? গত ৩ সপ্তাহ ধরে ওই একটা কেসই রিভিশন দিয়ে যাচ্ছেন" এর আগের গুলো তো অনেক দ্রুত পড়ে ফেলেছিলেন।

ইরা কিছু বললো না। প্রফেসর আর কিছু বলছে না দেখে সে আবার বলা শুরু করলো, "বীরবল এখনও নিজেকে চোর ভাবে। তাকে প্রিন্সেস ডায়নার রুম তেকে তা প্রিয় আংটি চুরি করতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন ডঃ রেইন।"

প্রফেসর বলে উঠলো "ওকে ML-72 দিনে ২বার দিতে বলে দেবে মিয়ন্ডকে" তাহলে সে তার নিজের ব্যক্তিত্বকে দ্রুত ভুলতে পারবে। নইলে, বীরবল চুরি করছে, এমনটা দেখা আমার জন্য সুখবর হবে না। একটু থেমে ঠান্ডা শীতল গলায় বললেন, "বীরবলের জন্যও হবেনা।" বলার সময় তার চোখটা জ্বল জ্বল করে উঠলো। হিংস্রতার কমতি ছিলনা ওই চোখ জোড়ায়।

ইরা একটু ঘাবড়ে গেলো। তার সতর্ক চোখ জোড়া স্ফীত হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে আগের মতোই ভাবলেশহীন কণ্ঠে অনবরত বলে যেতে লাগলো "হ্যারি পটার ইতোমধ্যেই তার ব্যক্তিত্বকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। হারমিওনকে খুব খাটতে হচ্ছে আসল হারমিওনের সাথে তা মেলাতে......"

পুরোটা না শুনেই প্রফেসর বলে উঠলেন "হারমিওনকে A-Z/M" এর ডোজটা ডাবল করে দিতে বলবে মিয়ন্ডকে। মুখস্তবিদ্যা বাড়াতে ডোজটা খুবই কার্যকরী। আসল হারমিওনের (গল্পের) সাথে তাল মেলাতে আমাদের হারমিওনকেও মুখস্তবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে।

ইরা বাঁধা দিয়ে বললো, "কিন্তু প্রফেসর, ডোজটা বাড়ানোতে ওর ক্ষতি হতে পারে। এমনিতেই সাধারণ মাত্রার চেয়ে বেশি দেয়া হচ্ছে। আর মেয়েটাও ছোট, মাত্র ১৪ বছর বয়সের।"

প্রফেসর এবার ইরার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। কি যেন একটা নতুনত্ব এসেছে তার মধ্যে, কেনো যেনো ঠিক ধরতে পারছেন না। চুলগুলো ছোটা ছোট করে ছাটা, যেনো কাজের সময় সেগুলো বিরক্ত করতে না পারে। কাঁধে আড়াআড়িভাবে নেয়া একটা ব্যাগ যাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারে। ব্যাগটা জামার সাথে এটাচড করা, যেনো ওটা খোলা বা পড়ার কোন ঝামেলা না থাকে। ড্রেসটা প্রফেসরই ডিজাইন করেছিলেন, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রোবট - ইরার জন্য।

অবিকল মানুষের মতো দেখতে এই রোবটটিতে কোন মানবিক অনুভূতি দেয়া হয়নি। এসব অপ্রয়োজনীয় অনুভূতিগুলো প্রফেসর অবশ্যই তার এসিস্টেন্টের মধ্যে দেখতে চান না, যে কিনা কাজ বাদ দিয়ে তার এক্সপেরিমেন্টের জন্য আনা মানুষগুলোর সাথে হাসি তামাশা করবে। ব্রেনটাও খুব বেশি উন্নত নয় ইরার। ততটুকুই চিপ তাতে ব্যবহার করা হয়েছে, যতোটা একটা রোবটকে অন্য রোবটের উপর নজর রাখতে আর প্রতিদিনের কর্মোন্নতির রিপোর্ট দিতে প্রয়োজন। ইরার চিপে কুকুরের লোম থেকে নেওয়া DNA ব্যবহার করা হয়েছিল। ইরাকে বিশ্বস্ত রোবট বানাতে কুকুরের লোমের DNA টা প্রফেসরের মোটেই খারাপ কোন আবিষ্কার নয়।

প্রফেসর তার এক্সপেরিমেন্টগুলো করার সময় একটা নিয়ম কঠোরভাবে মানে। তা হলো, সাবজেক্ট হিসেবে আনা মানুষগুলোর উপর কোন দয়ামায়া না দেখানো। এক্সপেরিমেন্ট সঠিকভাবে করতে হলে আপোষ করা যায় না। 'হারমিওন' চরিত্রটির মতো করে তৈরি করার জন্য টিনা নামের মেয়েটিকে তিনি স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছেন। এতো লোকের ভীড়ে একটা মানুষকে অজ্ঞান করে রাস্তায় ভরে আনা অত সহজ নয়।

'বীরবল' চরিত্রের জন্য যে ছিঁচকে চোরকে এনেছিলেন, তার ওপর অনেক পাওয়ারফুল ড্রাগ ব্যবহার করেও তার চুরির অভ্যাস ছাড়াতে পারলেন না।

সাধারণত এখানে আনা সব মানুষের ওপর ML-72 ব্যবহার করা হয়। এটি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে ভুলিয়ে দেয়। প্রফেসরের অনুগত রোবট মিয়ন্ড (ডাক্তার গোত্রের রোবট) সব মানুষকে তার প্রয়োজন মতো ড্রাগটি দেয়। কিন্তু সিসি ক্যামেরাতে ডঃ রেইন (গোয়েন্টা গোত্রের রোবট) নাকি এখনও তাকে চুরি করতে দেখেছেন।

প্রফেসর আতোমধ্যে ভেবেও ফেলেছেন যে, বীরবলকে তিনি DTH-N022 নামক ড্রাগ খাইয়ে পরোক্ষভাবে মেরে ফেলবেন। ড্রাগটি আত্মহত্যা প্ররোচনাকারী। এর আগেও অকেজো মানুষগুলোর সাথে তিনি এমনটাই করেছেন। কতোজনের সাথে হিসাব রাখেননি। হিসাবটা ইরা রাখে। তার বিশ্বস্ত রোবট।

ওহ্, হ্যা, ইরা। ইরার ব্রেইন তো নিচুমাত্রার চিপ দিয়ে তৈরি। 'হারমিওন' বানানোর জন্য যে মেয়েটিকে এনেছেন, তার ড্রাগ ডোজ বাড়ানোতে ইরার ধারনা হতে পারে, সেটি মেয়েটির জন্য লিখাল ডোজের কাছাকাছি, কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো ব্রেইন তো ওকে দেয়া হয়নি। সে কিভাবে আজ প্রতিবাদ জানাচ্ছে?

"একটা মানুষের মৃত্যু হবে, আর সে কথা চিন্তা করে আমি এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ রাখবো, তুমি কি এমন অদ্ভূত কথাটাই বলতে চাচ্ছ, ইরা?"

ইরা-নিশ্চুপ। চোখের পলক পড়ছে, আস্তে আস্তে।

প্রফেসর বললো, "দুপুরে তোমার চিপটা খুলে প্রফেসর গ্রামি'কে দিও, আমার মনে হচ্ছে তোমার চিপে কিছু সমস্যা হচ্ছে।"

ইরা বিচলিত হলো না। সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো, "নিশ্চয়ই প্রফেসর।"

প্রফেসর বললো, "খুব সংক্ষেপে বাকি এক্সপেরিমেন্টেড সাবজেক্ট গুলোর প্রগ্রেস সম্পর্কে বলো।"

ইরা বলতে লাগলো, গোপালভাঁড়ের জন্য আনা লিকলিকে লোকটিকে মোটা বানানো হয়েছে।

মাসুদ রানা সমুদ্রের নিচের একটি কেস স্টাডি নিয়ে ব্যস্ত।

কিশোর, রবিন, মুসা তিনজন আরও একটি কেসের সমাধান করলো। কেসটি তাদের বইয়ের কেসগুলো নয়। বইয়ের সব কেস তাদের সমাধান করা শেষ।

প্রফেসর ডীন এবার একটু খুশি হলেনা। বাচ্চাসুলভ হাসি চোখেমুখে। চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো। এইতো তিনি চান- বইয়ের এই চরিত্রগুলোর বাস্তব রূপ।

সুপারম্যান ML-72 সম্ভবত বেশি খেয়ে ফেলেছে, সে শুধু লাফ দেয়। সম্ভবত উড়তে চেষ্টা করে। তাকে বোঝানো যাচ্ছে না যে, তাকে উড়ার ক্ষমতা দেয়া সম্ভব নয়।

প্রফেসরের দুঃখের জায়গাটায় আবারও আঘাত পেলো। তিনি অনেকদিন ধরেই এই মিকারটাই তৈরি করতে চাচ্ছেন, কিন্তু কোনভাবেই সফল হচ্ছেন না। সফল হলে স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান কোন কিছুই বাদ রাখবেন না বানাতে।

হিমুকে পাওয়া গেছে?, হঠাৎ প্রফেসর বলে উঠলেন।

ইরা স্বাভাবিক ভাবেই বলতে লাগলো, "না, সে উদাসীন হওয়ার ডোজটাই শুধু কম্প্লিট করেছে। বুদ্ধিমত্তার ডোজ আর উদাসীনতা-বুদ্ধিমত্তার ইকুইলিব্রিয়ামিটির ডোজ এখনত কম্প্লিট করেনি। সে নিয়ে ৫ বারের মতো পালিয়েছে। সে বাজেক্ট-ডিকেক্ট লকেটটিও পড়তে ভুলে যায়, তাই তাকে লোকেট করাও সমস্যা হয়ে যায়। ডঃ রেইন রিপোর্ট করেছে, শালর্ক হোমসের মাথায় হিমু-ই কোন জটলা পাকিয়ে দিয়েছে। ডঃ মিয়ন্ড রিপোর্ট করেছে, হিমু'র উপর বুদ্ধিমত্তার ডোজ কাজ করেনা। খুব বোকা টাইপের লোক নাকি ছিলো সে, আরও উন্নত বুদ্ধিমত্তার ডোজ লাগবে।"

"আহ্, আসল কথা বলো।"- প্রফেসর বিরক্তি নিয়ে বললো।

ইরা থেমে গেলো। কিছু বলছে না।

প্রফেসর, ইরার চোখের দিকে চাইলো। আস্তে আস্তে পলক পড়ছে।

ইরা, তুমি তোমার চিপ খোল। ইরার চোখের দিকে তাকিয় থেকেই কঠোর কণ্ঠে বললেন তিনি।

ইরা নড়ছে না। প্রফেসর লক্ষ্য করলো, ইরার চোখগুলো আতঙ্কে চমকে উঠেছে।

CamScanner

প্রে   হঠাৎ একটা বাচ্চাসুলভ হাসি দিলেন। কে বলবে একটা ঠান্ডা মাথার খুনির হাসি এতোটা নিষ্পাপ দেখতে!!
"ব্রে   . ব্রেভো, মাই ডিয়ার, ইরা।" হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে গেলো, ইরার চারদিকে একবার ঘুরে সামনে এসে দাঁড়ালো। আবা   একগাল হাসি দিলো। এবারেরটা কৃত্রিম।
"নাকি অন্য কোন নাম আছে?" হাসিটা কেমন কুৎসিত রূপ ধারণ করলো। ইরা বিপদের সংকেত পেয়েই হাত পাকিয়ে প্রফেসরের মুখে একটা ঘুষি মারলো। নাক থেকে রক্ত বের হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। ইরা আরেকবার হাত তোলার আগেই প্রফেসর তার হাতগুলো ধরে ফেললো। ষাঁড়ের মতো শক্তি লোকটার গাঁয়ে। ইরাকে পাশের চেয়ারটার সাথে খুব সহজেই বেঁধে ফেললেন। লোকটা বিজ্ঞানী না হলে কুস্তিগীর হতে পারতো।
"এখন, ডিয়ার, কি যুক্তি তোমার এসব করার?" প্রফেসর যেনো কোন বাচ্চাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে উত্তর নিতে চাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন।
ইরা চুপ করেই রইলো। চোখে পানি এসে পড়েছে।
প্রফেসর আবার বললো, "ইরা হলে কোন যক্তি থাকতো না জানি কিন্তু তুমিতো নিম্নমানের কোন রোবট- ইরা নও। রক্ত মাংসের মানুষ। যার চোখে জ্যুতি আছে। যাতে হুট করে আবেগ প্রকট হয়ে পড়ে। কোন গুপ্তচরের জন্য এটা খুব নেগেটিভ একটা কুয়ালিটি, ডিয়ার।"- প্রফেসর অট্টহাসি দিলেন।
ইরা এখনও কোন কথা বলছেনা দেখে প্রফেসর মুখটাকে কঠিন করে ফেললেন। মুখটা কাছে এনে বললেন, "কতোদিন ধরে আছো এখানে?" "ইরা কোথায়? ওকে নিয়ে অবশ্য কোন চিন্তা নেই আমার। কুকুরের অনেক DNA সংগ্রহে আছে আমার।" বলেই হেসে উঠলেন।
"সুখবর, এই আবিষ্কারের সম্মান থেকে আপনাকে বঞ্চিত থাকতে হবে না। মৃত কোন বিজ্ঞানী কিছু আবিষ্কার করেছে, সাধারণ মানুষতো হজম করতে পারবেন-এ দুঃখ আপনার লাঘর হতে যাচ্ছে, শীঘ্রই।"
ইরা একদৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেলো।
কিছু সময়ের জন্য প্রফেসরের চোখগুলো চমকে উঠার ভাবটা এতো স্পষ্ট ছিলো যে, তিনি মুখে অবাক হওয়ার ভাব রাখলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।
ইরা তা দেখে হেসে বললো, "ইন্টারন্যাশনাল সাইনটিস্ট গ্রুপের সদস্য, সরি উন্মাদ বিবেচনায় ব্যানড সদস্য এবং বর্তমানে পৃথিবীর চোখে মৃত বিজ্ঞানী টি.এম. ডিনেমার ছোট্ট একটু ভুল করে ফেলেছে তার এই গোপন রাজ্যে।"
প্রফেসর শান্ত কণ্ঠে বললো, "ওই হিমু......."
"আঃ, তাতো আছেই। হিমুর চরিত্রটাই অমন, সে পালাবেই। অবশ্য সে-ই আমাদের মাধ্যম ছিলো আপনাকে খুঁজে বের করার। কিন্তু আপনার ভুলটা ছিলো- আপনার নিজের ওভার-কনফিডেন্স। ইরাকে রোবো-চেকআপ মেশিনের ওপর দিয়ে যেতে হয়, এটি তার মধ্যে অন্যতম। আপনার নিজের আবিস্কৃত কুকুরের DNA দিয়ে বানানো বিশ্বস্ত রোবট বলে কথা।"
প্রফেসর শুনে যাচ্ছে। "তিন সপ্তাহ ধরে আপনার চোখের সামনেই ঘুরে বেরিয়েছি। আর পুরনো ফাইল ঘেটে যা তথ্য সংগ্রহ করেছি, আপনার আদালতে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হবে প্রফেসর।" ইরা বললো।
এবার প্রফেসর ইরার দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, প্লাষ্টিক সার্জারী করিয়েছো। নিশ্চয়ই, ইরার চেহারা পেতে? প্রিন্সেস ডায়নাকেত্ত করিয়েছিলাম।
ইরা জোড়ালো গলায় বললো, "আমাদের হেড এন্ড ফোর্স বাড়িটি ঘেরাও করে ফেলেছে। এইমাত্র সিগন্যাল পেলাম। আমি টিনাকে নিয়ে আবেগ প্রকাশ করা সময়ই তারা আজকেই ফাইনাল অ্যাকশনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো।"
বিকেলে বন্ধুর সাথে চা খেতে খেতে গল্প করছে এমন ভাব নিয়ে প্রফেসর বলে গেলেন,"তোমার চুলগুলোর জন্য দুঃখিত ডিয়ার, কেটে ফেলতে হয়েছে, না? ইরার চুলের মতো করতে এই ত্যাগ নিশ্চয়ই কষ্ট দিয়েছে তোমাকে।"
হঠাৎ দুম করে একটি শব্দ হলো। তারপর একটি কণ্ঠ, "প্রফেসর ডীন, আমরা আপনার বাড়ির চারপাশ.........।" প্রফেসর কান দিলেন না, যেনো টিভিবে বিরক্তিকর কোন টিপিকাল সিনেমা চলছে।

CamScanner

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু ইউনিফর্মড লোক রুমে ঢুকলো। তাদের মধ্যে একজন বললো, "প্রফেসর, আপনার সব রোবটকে আমাদের দখলে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সাথে কো-অপারেট করুন।" খোশগল্প ছেড়ে যেতে হবে এমন এক ভঙ্গীতে প্রফেসর মুখভঙ্গি করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন "গুড জব, ইরা।" গোয়েন্দা প্রধান ইরাকে লক্ষ্য করে সহাস্য ভঙ্গিতে বললেন।

প্রফেসেরর চোখটা সংকুচিত হয়ে গেল।

ইরা হেসে তার না করা প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দিলো, "আমার নাম ইরা আপনার রোবটের সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।" একটু থেমে, কি যেনো মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললো, "আর আমি চেহারায় কোন সার্জারীও করাইনি। আমি দেখতে রোবট ইরার মতই।" প্রফেসর মনে হলো বিস্মিত হলেন একটু। কিন্তু পরপরই একটা হালকা হাসি দিলেন।

"তবে চুলটা কাটতে হয়েছে।" হেসে উঠলো সে।

প্রফেসরের কাছ থেকে আরও কিছুক্ষণ অবাক মুখ ভঙ্গিটাই আশা করছিল ইরা। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ফোর্সের সাথে রুম থেকে কিছু করতে চেয়েও না করা প্রশ্নগুলো ইরার মাথাতেই ঘোরপাক থেকে লাগলো। প্রফেসর চাইলেই তো তাকে মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনো তা করেননি?

আর সবশেষের ঐ হাসিটা॥ খুব বিশেষ একটা মুখোভঙ্গি, যেনো বলতে চাচ্ছে-পরবর্তীতে গবেষণার জন্য কিছু একটা পেয়ে গেছেন। সম্ভবত-'ইরা'

মোঃ মাফিন মোর্শেদ

২য় বর্ষ, রোল : ৩০

জন্ম তারিখ বের করার যাদু

অন্যের জন্ম তারিখ বের করে অপর কে তাক লাগিয়ে দিতে কার না ভাল লাগবে? এই যেমন বন্ধুদের আড্ডায় যদি সবার জন্ম তারিখ বের করে বলা যায়, অপরের বাহ্বা মিলবে খুব সহজেই। এবার জানা যাক জন্ম তারিখ বের করার সে কৌশল:

১ম ধাপ : প্রথমে তোমার বন্ধুকে বল তার জন্ম তারিখকে ২০ দ্বারা গুণ করতে এবং গুণফলের সাথে ৭৩ যোগ করতে হবে।

২য় ধাপ : এবার যোগফলটিকে ৫ দ্বারা গুণ করে গুণফলের সাথে তার জন্ম মাসের ক্রমিক সংখ্যা যোগ করতে হবে (যেমন জানুয়ারি হলে ক্রমিক সংখ্যা-১, এভাবে করে ফেব্রুয়ারি-২, ডিসেম্বর-১২)

৩য় ধাপ : এবার বন্ধুকে জিজ্ঞেস কর চূড়ান্ত ফলাফল কত হল। আর এ সংখ্যার মধ্যে লুকানো আছে জন্ম তারিখটি।

ধরা যাক, বন্ধুটির জন্ম তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর।
তাহলে ধাপগুলো হবে-

ক। ২৪ X ২০ = ৪৮০
খ। ৪৮০ + ৭৩ = ৫৫৩
গ। ৫৫৩ X ৫ = ২৭৬৫
ঘ। ২৭৬৫ + ৯ = ২৭৭৪ (চূড়ান্ত ফলাফল)

৪র্থ ধাপ : এবার জন্ম তারিখটির জন্য শুধু জিজ্ঞেস করতে হবে চূড়ান্ত সংখ্যাটি কত। এক্ষেত্রে-২৭৭৪

৫ম ধাপ : চূড়ান্ত সংখ্যাটি জেনে তা থেকে ৩৬৫ বাদ দাও। অর্থাৎ এখানে (২৭৭৪-৩৬৫)=২৪০৯

প্রাপ্য সংখ্যাটির একক ও দশকের অংক নির্দেশ করবে জন্ম মাসের ক্রমিক সংখ্যা এবং শতক ও হাজারের অংক নির্দেশ করবে জন্ম তারিখ।

যেমন, উপরিউক্ত উদাহরণে প্রাপ্ত ফলাফল ছিল ২৪০৯। এক্ষেত্রে ০৯ হল মাসের ক্রমিক সংখ্যা অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস আর ২৪ হল জন্ম তারিখ অর্থাৎ ২৪ শে সেপ্টেম্বর।

বিঃ দ্রঃ গুণ যোগের কাজ বেশি জটিল মনে হলে তা মনে মনে না করে বন্ধুর হাতে একটি ক্যালকুলেটর বা মোবাইল ফোন তুলে দিলে তা আরও সহজে ও দ্রুত করে ফেলা সম্ভব।

খোকার মা

মোঃ মোস্তাসির বিল্লাহ (হৃদয়)

রোল-০৩ ২য় বর্ষ

ভোর হলো দোর খোলো
খোকার মা উঠরে,
মোবাইলটা বেজে বলে
এইবার ছোট রে।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ি
নেমে পড়ি যুদ্ধে,
বলে গুড মর্নিং
হাসি মুখ বুদ্ধে।

কারো হবে গ্রীন টি
কারো দুধে কমপ্লেন,
কেউ চায় চিনি কম
কারো ঠিক পরিমাণ

অফিসের ভাতে মাছে
টিফিনেতে ফুজিয়া,
কারো পাতে ঘি বেশি
কাউকে বা বুঝিয়া।

ছেলে খোঁজে জুতা মোজা
মেয়ে বলে জামা চাই,
বর বলে ডার্লিং....
করে দাও বাই বাই।

ঘড়ি বলে তাড়াতাড়ি
সারো হাত চালিয়ে,
ছোট ওরে অটো বাস
গেল বুঝি পালিয়ে।

ছুটে যাই বাজারেতে
মাছ বসে ঘামছে,
সবজির দর দেখি
উঠছে আর নামছে।

ঝাড়ু আছে কাচা আছে
সেরে ফেলো এবেলা,
ঝি বলে বৌদি গো
আসবুনি ওবেলা।

সন্ধ্যাতে ছেলে মেয়ে
ম্যাথ কষে খাতাতে
হিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি কি
ঠাসো সব মাথাতে।

আকবের, নিউটনে
হয় কিরে দোস্তি?
বোটানির সাথে চলে
ভূগোলের মাস্তি।

ভাবছো কি ছুটি হলে
থাকি খুব সুখেতে?
মাছ, ডাল, শুক্তো আর
রোচে না যে মুখেতে

লাগাও স্পেশাল মেনু
বিরিয়ানী চাঁপাতে,
সোনামুখ করে খায়
ছেলে মেয়ে বাপেতে।

এছাড়াও গেস্ট আছে,
আছে জ্বর জ্বালারে,
হাজারটা ফরমাশ
কান ঝালাপালা রে।

তাও বলে গৃহবধু
জব কিছু করোনা!
ঘরে থাকো আরামে
জ্যাম জটে পড়োনা।

কোন ফাঁকে চাঁদ দেখি
ঢুলু ঢুলু চোখেতে,
কবিতার খাতা কাঁদে
কলমের শোকেতে।

CamScanner

শোন, শোন পিতা

ডাঃ শুভাগতা আদিত্য
প্রভাষক (এনাটমি)

প্রয়াত কিংবদন্তী প্রফেসর ডাঃ মনসুর খলিল স্যারের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

তিনি ছিলেন এক আলোকবর্তিকা
এক সাধক, নিরহংকার, নির্লোভ, সততার পূজারী।
বিশাল ব্যাপ্তি তাঁর হৃদয়ের আলোক-বিচ্ছুরণের,
যেন পৃথিবীর সব শুষ্কতা, শূন্যতা মলিন হয়ে যেত।
সেই মহিমান্বিত পুরুষের পদার্পনে
নিশ্চিন্ত, নির্ভার ছিলাম আমি।
অভাজন আমি-
বুঝিনি তোমাকে,
অনুভব করতে পারিনি তোমার মহিমা।
তোমার বিশালতা আকাশের মত,

এত আদিগন্ত দৃষ্টি আমার নেই, তাই
তোমাকে সবটুকু চিনতেই পারিনি।

তারপর একদিন- হঠাৎ-
পিতৃ- বিয়োগের বিষাদ- ঝংকারে রণিত হল আকাশ-বাতাস
চলে গেলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে।
তিনি পূন্যাত্মা, মহান,
পৃথিবীর মায়া তাঁকে কি ধরে রাখতে পারে সীমাবদ্ধতার গন্ডিতে?
তিনি চিরকাল অবিনশ্বর,
তাঁর তুলোনা কখনোই লেখনীয় তুলিতে আঁকা যাবেনা, তবু-
এই ক্ষুদ্র প্রয়াস,
আপনাকে শত কোটি প্রনাম জানাই
ডাঃ মনসুর খলিল স্যার।

ফাউজিয়া আক্তার
২য় বর্ষ, রোল : ১১

বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন

ছেলে ঃ বাবা, আমি সায়েন্স, কমার্স নাকি আর্টস নিব?
বাবা ঃ কেন....? আমার কি টাকার অভাব আছে....?
তিনটাই নিয়ে নে।

What in this ?

This is Medical.

শুরু হলো খেল
নেই ঘুমোনোর সময়
নাকে দিয়ে তেল

আছে আইটেমের টেনশন
আর Pending এর বেল
This is Medical.

আছে Card Exam
নয় Card খেলা
এরপর শুরু হয়
Term এর পালা।

Proff যেন মনে হয়
দুনিয়ার পুলসিরাত
পড়তে পড়তে যে
হতে হয় কাত।

নেই কোনো ছুটি
বাড়ি যাওয়ার তাল
জীবনটা আটকে যাওয়া
মাছের মত জাল।

আদর করে ডাকি তবু
মিস্টার জেল
This is Medical

Now, why we are
in Medical?
-To serve the people
and get a
Heaven's happiness.

CamScanner

সেরা শিক্ষক

সোনালী আক্তার
২য় বর্ষ, রোল : ০৯

ম্যাগাজিনের জন্য কি লিখব-তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।
তাই ঠিক করলাম, নিজের অনুভূতি গুলো আজ কলমের আচড়ে, সাদা কাগজে ব্যক্ত করব।

আমাদের মেডিকেল কলেজটা অবকাঠামো দিক দিয়ে উন্নত না হলেও, আমাদের করেজের পরিবেশ, শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী সব দিক থেকে উন্নত ও অন্যান্য মেডিকেল কলেজের সমকক্ষ।

প্রথমে ভেবেছিলাম, এতো ছোট্ট শহরে মেডিকেল কলেজ, নতুন মেডিকেল কলেজ-এই কলেজের মান জানি না কেমন হবে। কিন্তু আজ আমি বলব যে, এটা আমার মেডিকেল কলেজ। এই মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে সত্যিই আমি অনেক ভাগ্যবতী।

আমাদের প্রিন্সিপাল ডাঃ এম.এ. ওয়াকিল স্যার আমাদেরকে অনেক আন্তরিকতার সাথে এই নতুন পরিবেশে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বলা যায় যে, তিনি আমাদের মেডিকেল কলেজের মধ্যমনি। তিনি আমাদের "পিতার" মতো। তিনি যেমন আমাদেরকে আদর, স্নেহ করেন ঠিক তেমনি একইভাবে ভুল করলে শাসনও করেন। তিনি ফিজিওলজী বিভাগের প্রধান। তিনি অনেক সহজ উপায়ে আমাদের সাথে গল্প করতে করতে আমাদেরকে ফিজিওলজীর রস আস্বাদনে সাহায্য করেন। অন্যান্য মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ছাত্রদের এতো খেয়াল রাখে না। কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার সার্বক্ষণিক আমাদের পথপ্রদর্শন করেন, খেয়াল রাখেন।

ফিজিওলজী বিভাগের প্রভাষক ডাঃ নওশীন রুবাইয়্যাৎ ম্যাম। ম্যাম অনেক ভালো। ফিজিওলজী ক্লাসের প্রথম টিচার তিনি। তাঁর হাতেই শুরু আমাদের হাতেখড়ি। আইটেমের টেবিলে আমরা যখন কিছু পারি না, তখন ম্যাম একটু রাগ করেন। কিন্তু ম্যামের এই রাগ আর শাসন আমাদের পড়াশোনার অনুপ্রেরণা। আইটেমে আমরা না পারি ম্যাম যখন বলে-"কি-রে-মা", "না-রে-মা" ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন, তখন মন ভরে যায়। আর "পড়া" আপনা আপনি মুখে চলে আসে।

এনাটমী বিভাগের প্রভাষক ডাঃ শুভাগতা আদিত্য ম্যাম। ম্যামের ক্লাসের ৩টি rules : Regularity, Punctuality, Discipline.

ম্যামকে দেখে কড়া মনে হয় না। কিন্তু ম্যাম অনেক কড়া পড়াশোনার ক্ষেত্রে। কিন্তু ম্যামের মন অনেক নরম। ম্যাম অনেক সহজেই অন্যের ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে পড়েন। ম্যাম অনেক কঠিন পড়াকে সহজ করে বোঝান। ম্যামের Sixth sense অনেক ভালো- ম্যাম মুখ দেখেই আমাদের মনের কথা বুঝতে পারে। ম্যাম আমার আদর্শ।

এনাটমী বিভাগের ডাঃ মুহাম্মদ সাইফুল আমীন স্যার। স্যার আমাদেরকে অনেক Easy way- তে পড়া শেখান। স্যারের ক্লাস অনেক মজার। স্যারের কথায় কথায় OK, OK, বলা আর পড়ার ক্ষেত্রে "Grossly" বলা টা অনেক ভালো লাগে।

ডাঃ লুৎফর নাহার লিপি ম্যাম এনাটমী বিভাগের প্রভাষক। Personally আমার ম্যামকে অনেক ভালো লাগে। তাকে মায়ের মতোন মনে হয়। ম্যামের ক্লাসটা আমরা সবাই বেশ উপভোগ করি।

বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের ডাঃ রবিন ফয়সাল স্যার। স্যার ক্লাসের প্রাণ। স্যারের ক্লাসে সব জড়তা কেটে যায়। স্যার অনেক মজা করে পড়া বোঝায়।

CamScanner

বা কেমিস্ট্রি বিভাগের ডাঃ ইশরাত জাহান কাঁকন ম্যাম। ম্যামের একটা মজার স্বভাব হচ্ছে ম্যাম নামের সা ফেস মনে রাখতে পারে না। ম্যাম অনেক ভালোভাবে পড়া বোঝায়। তাই আমার Favourite Su ect Biochemestry.

ডাঃ মোর্শেদা ম্যাম নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে। ম্যামের ক্লাস করলেই আইটেম Clear. কারণ ম্যাম ক্লাসে এমনভাবে পড়ান যে, পরবর্তীতে তা বেশি পড়তে হয় না।

Higher level-এ অনেক Professor, Teacher আসবে। কিন্তু মেডিকেলের প্রথম জীবনে (1st Year) যে শিক্ষকরা, প্রভাষকরা আমাদেরকে মেডিকেল Tearm গুলো শেখান তাদের মতো কেউ হবেন না। তাঁরা আমাদের "হাতেখড়ি" দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের ABC শিখিয়েছেন। আমার জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা অনেক। ভবিষ্যতে যেখানেই থাকব এই "স্যার-ম্যাম-দের" কথা চিরকাল মনে থাকবে। চিরকাল সম্মান করে যাব।

প্রিন্সিপাল স্যার এবং অন্যান্য প্রভাষক স্যার ও বিভাগীয় প্রধান স্যার-ম্যামদের জন্য আজ আমাদের পাশের হার ১০০% । আল্লাহর রহমতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

[ভুল হলে Please ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন]

মোঃ মাফিন মোর্শেদ
২য় বর্ষ, রোল : ৩০

পথচারী : এই তুমি ভিক্ষা কর কেন?
জান না ভিক্ষে খুব খারাপ কাজ?
ভিখারী : আপনি কি কখনও ভিক্ষে করেছেন সাহেব?
পথচারী : কি বলছেন! কখনো না।
ভিখারী : তাহলে আপনি কি করে বুঝলেন এটা খারাপ কাজ?

বাসের কন্ট্রাক্টর : দাঁড়িয়ে আছেন কেন?
সিট খালি আছে। বসে পড়ুন।
যাত্রী : মাফ করুন। বসতে আসিনি।
আমার একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে।

ডাক্তার : এক্স-রে করে আপনার পেটে ১২টি চামচ পাওয়া গেছে।
রোগী : ঠিকই তো আছে। আপনি চার দিন তিন চামচ করে খেতে বলেছিলেন।

শিক্ষক : বলতো পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে কত থাকে?
ছাত্র : বুঝলাম না স্যার
শিক্ষক : ধরো তোমাকে পাঁচটা আপেল দিলাম
ছাত্র : কবে দিলেন স্যার?
শিক্ষক : আরে বাবা! ধরো তুমি বাজার থেকে পাঁচটা আপেল কিনে দুটো আমাকে দিলে।
ছাত্র : আমার আপেল আপনাকে দিব কেন?

দাদু : বলতে পারিস তোর বাবার বয়স কত?
নাতনি : দশ বছর।
দাদু : (অবাক হয়ে) তা কি করে হয়? তোর বয়সই তো দশ বছর।
নাতনি : কেন? আমার জন্মের পরই তো তিনি বাবা হয়েছেন।

স্মৃতি পাতায় পাতায়....

মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার
পুরস্কার বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
বর্ণাঢ্য র‍্যালি

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার
জামালপুর মেডিকেল কলেজ

বর্ষ বরণে জামালপুর মেডিকেল কলেজ

জাতির জনকের শাহাদৎ দিবসে শোকার্ত
জামালপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

CamScanner

স্মৃতি পাতায় পাতায়....

জামালপুর মেডিকেল কলেজের ফুটবল টিমের খেলোয়াড়দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

মহান বিজয় দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন
অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এ ওয়াকিল এবং শিক্ষকবৃন্দ

বিজয় দিবসের র‍্যালিতে অধ্যক্ষ ডা: এম.এ ওয়াকিল স্যারের সাথে
শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

ল্যাবরেটরীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

অধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সাথে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

স্মৃতি পাতায় পাতায়....

একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জামালপুর মেডিকেল কলেজ

মহান বিজয় দিবস-২০১৬, শহীদ বেদিতে পুষ্প অর্পণ করছেন জামালপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

বার্ষিক প্রীতিভোজে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ীয় ব্যাচের নবীন বরণে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

দ্বিতীয় ব্যাচের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের একাংশ

CamScanner

CamScanner